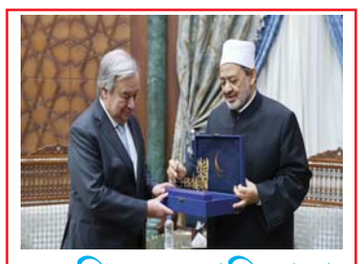

মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রোজা রাখলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

সারে-জমিন

দোলে মাতলেন হাইমাদ্রাসায় শিক্ষিক শিক্ষিকারা

রূপসী বাংলা

মমতা দুর্গে কি এবার আদৌ ফাটল ধরাতে পারবে বিজেপি?

সম্পাদকীয়

১ এপ্রিল বহরমপুরে ইউসুফের প্রচারে মমতা

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৭ মার্চ, ২০২৪
১৩ চৈত্র ১৪৩০
১৬ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

আমার এখনও টি-টোয়েন্টি খেলার সামর্থ্য আছে: কোহলি

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 85 ■ Daily APONZONE ■ 27 March 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারের হার ৫৫ শতাংশ

ইউসুফ পাঠানকে তৃণমূল প্রার্থী করায় কঠিন পরীক্ষার মুখে অধীর চৌধুরি

জাইদুল হক

আপনজন: গত ডিসেম্বর মাসে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন ঘিরে তেমন উত্তাপ ছিল না। জোর জল্পনা চলছিল রাজ্যের কোন কোন আসনে কোন রাজনৈতিক দলের কে কে প্রার্থী হচ্ছেন। বিশেষ করে তারকা প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কারা লড়বেন। তা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন বিশ্লেষণ করছিল, তখন 'আপনজন' ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কেন্দ্রে মুসলিম ভোট ফ্যাক্টরকে তুলে ধরেছিল। 'আপনজন'-এর বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছিল, বাম কংগ্রেস জোট না হলে রাজ্যের শাসক দল যদি মুসলিম প্রার্থীকে বহরমপুর কেন্দ্রে অধীর চৌধুরির বিরুদ্ধে প্রার্থী করে তাহলে বিপদের মুখে পড়তে পারেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সেই প্রশ্নটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক শোরগোল। সেই সময় ইন্ডিয়া

বহরমপুর

জোটের অংশ হিসেবে কংগ্রেস ও তৃণমূলের আসন সমঝোতার প্রশ্নটি সামনে এলে কংগ্রেস বেশ কয়েকটি আসন দাবি করে। কিন্তু তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, বহরমপুর ও মালদা দক্ষিণ কেন্দ্র দুটিই তারা কংগ্রেসকে ছাড়তে পারে। তাতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি নারাজ হলে তৃণমূলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা একলা চলো রে পন্থা নিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা হচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের একটি সূত্র বহরমপুর কেন্দ্রে অধীর চৌধুরিকে হারানোর ক্ষমতা রাখার দাবি করে। এরপর অধীর চৌধুরির প্রতিক্রিয়া মেলে। ৪ জানুয়ারি বহরমপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধীর চৌধুরি বলেন, 'বহরমপুরে তো হারাবে বলছে, মালদায় তো হারাবে বলছে। ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে, যে কোনও মামুকে এখানে পাঠিয়ে দাও। যদি হারাতে পারে, রাজনীতি ছেড়ে দেব।'
অধীর চৌধুরি তৃণমূলের উপর এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে যান যে, তিনি খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও চ্যালেঞ্জ চুড়ে দেন। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে মমতার উদ্দেশ্যে অধীর চৌধুরি বলেন, 'আসুন, আপনি নিজে আসুন। আপনি প্রিয়ঙ্কা গান্ধীকে বলছেন মোদীর বিরুদ্ধে লড়তে। আমি আপনাকে বলছি, আপনি আসুন এখানে আমার বিরুদ্ধে লড়তে। কত তাগদ আছে দেখছি আপনার। মালদায় চলুন দেখছি। আপনার দয়ায় আমরা এ সব সিট (আসন) জিতিনি।'
অধীর চৌধুরির সেই চ্যালেঞ্জ জানানোর মাস দুই পরে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ৪২ টি আসনে লোকসভার প্রার্থী ঘোষণা করে। তার মধ্যে সবাইকে অবাক করে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা করেন ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট দলের মারকুটে ব্যাটসম্যান ইউসুফ পাঠানকে। মোদির রাজ্য গুজরাতের বাসিন্দা ইউসুফ পাঠানকে বহরমপুরে প্রার্থী করায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অধীর চৌধুরি। অধীর চৌধুরি বলেন, ক্রিকেটের ময়দান আর রাজনীতির ময়দান এক জিনিস নয়। তবে, তৃণমূলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে অধীর চৌধুরি বিজেপিকে সহায়তা করার অভিযোগ তুলে বলেন, 'ইউসুফ পাঠানকে যদি সম্মানিত করতে হতো, তাহলে ওঁকে রাজ্যসভায় সাংসদ করে পাঠাতে পারত। নাহলে গুজরাতের কোনও আসন সেখানকার ইন্ডিয়া জোটের দলের কাছ থেকে নিয়ে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী করতে পারতেন। কিন্তু ওঁকে এখানে পাঠিয়েছেন বিজেপিকে সাহায্য করতে, যাতে কংগ্রেস হারে।'
ফলে, বোঝাই যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ইউসুফ পাঠানকে বহরমপুরে প্রার্থী করায় সত্যিই বিব্রত অধীর চৌধুরি। তখনও কংগ্রেসের তরফে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে টানা পাঁচবার জয়ী সাংসদ অধীর চৌধুরির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। যদিও অবশেষে কংগ্রেসে বহরমপুর কেন্দ্রে মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র অধীর চৌধুরিকেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এর পরই মুর্শিদাবাদ জুড়ে জোর প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে, অধীর চৌধুরির চিরকালীন ময়দানে এবার কি ইউসুফ পাঠান তার ছক্কা মারার মতো দাপট দেখাতে পারবেন। ইতিমধ্যে ইউসুফ পাঠানকে বহিরাগত তকমা দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। তাতে প্রার্থী ঘোষণার প্রথম দিকে আগ বাড়িয়ে আপত্তি তোলেন ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবির। তিনি প্রার্থী পরিবর্তন না করলে ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে নিজেই দাঁড়ানোর হুঙ্কার দেন।
তৃণমূলের বিধায়কের এই বিদ্রোহী মনোভাব অধীর চৌধুরিকে অনেকটাই কাজে লাগাতে পারে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাতে জল ঢেলে দেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। ক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব কথা বলার পর একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যান হুমায়ুন চৌধুরি। তার সেই হুঙ্কার হারিয়ে গিয়ে ইউসুফ পাঠানের সঙ্গে এক মঞ্চে হাজির হয়ে অঙ্গীকার করেন, তিনি ইউসুফ পাঠানের হয়ে ভোট করবেন। ইউসুফ পাঠানকে জেতানোর দায়িত্ব তার বলেও মন্তব্য করেন। ফলে, অধীর চৌধুরির সঙ্গে যে ইউসুফ পাঠানের জোর লড়াই হবে তা বুঝে যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদের মানুষ। আর তৃণমূল কংগ্রেস যে হিসেব কষেই ইউসুফ পাঠানকে বহরমপুর কেন্দ্রে অধীর চৌধুরির বিরুদ্ধে ঢাল করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে এই রাজনৈতিক যুদ্ধকে দারুণ ক্রিকেট যুদ্ধ বলে মন্তব্য করেন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ বলেন, ইউসুফের বিরুদ্ধে অধীর চৌধুরি হলেন ব্রেট লি।
সৌরভ বিষয়টি নিয়ে খারাপ উপমা দেননি। পাঁচ পাঁচবার যিনি বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে জিতেছেন, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামা তো সহজ কাজ নয়।
আসলে ইউসুফ পাঠানকে তৃণমূল প্রার্থী করায় এক মোক্ষম চাল দিয়েছে। সূক্ষ্ম ধর্মীয় মেরুকরণকে কাজে লাগিয়ে বহরমপুর কেন্দ্রে বাজিমাত করতে চায় তৃণমূল তা অপ্রিয় হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, তৃণমূল দেখেছে সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস এইভাবে সূক্ষ্ম ধর্মীয় মেরুকরণকে কাজে লাগিয়ে সফল হয়েছে। সুব্রত সাহার মৃত্যুতে সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় সাগরদিঘি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৩.৫ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী করেছিল বায়রন বিশ্বাসকে। তৃণমূলের জেতা আসনে বায়রন বিশ্বাসের কাছে হেরে যান তৃণমূল প্রার্থী। সে সময় অভিযোগ তোলা হয় কংগ্রেস ধর্মীয় মেরুকরণের তাস খেলে তৃণমূলের জেতা আসন ছিনিয়ে নিয়েছে। যদিও কংগ্রেসের হয়ে জিতে পরে তৃণমূল কংগ্রেসেই যোগ দেন বায়রন বিশ্বাস। সাগরদিঘি উপনির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে অধীর চৌধুরির বিরুদ্ধে সাগরদিঘি উপনির্বাচনের মতো কংগ্রেসের পন্থাকে তৃণমূল হাতিয়ার করতে ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করা হয়েছে বলে তৃণমূলের বিভিন্ন মহল সূত্র জানিয়েছে।
এ নিয়ে প্রায় মুখে কুলুপ এঁটে আছেন অধীর চৌধুরিও। কারণ, সাগরিদিঘি উপনির্বাচন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে মুসলিমদের এক বিশেষ অংশ এখনও কংগ্রেসের উপর আস্থা রাখে। সেই আস্থা কোনওভাবেই নষ্ট করতে চান না অধীর চৌধুরি। কারণ, তিনি ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ তুললেই পাছে মুসলিমরা বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। তাই উভয় সঙ্কটের মধ্যে এখন অধীর চৌধুরি।
তবে, ইউসুফ পাঠানকে তৃণমূল প্রার্থী করায় বিজেপি এখনও তার বিরুদ্ধে সেভাবে সরব হয়নি। এমনকি বহরমপুরের বিজেপি প্রার্থী ডা. নির্মল সাহা এখনও এধরনের কোনও অভিযোগ তোলেননি।
বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে সাতটি বিধানসভা এলাকা রয়েছে সেগুলি হল, বহরমপুর, বড়ঞা, রেজিনগর, নওদা, কান্দি, ভরতপুর ও বেলডাঙা। এর মধ্যে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে। তৃণমূল ও কংগ্রেসের ভোট কাটাকাটির খেলায় বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র জিতে যান। সুব্রত মৈত্র ৪৫.২২ শতাংশ ভোট পেলেও তৃণমূল পেয়েছিল ৩১.৬১ শতাংশ ও কংগ্রেসে পেয়েছিল ২০.৩৩ শতাংশ ভোট। বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম জনসংখ্যার হার ২৫.১ শতাংশ। তাই বিধানসভা ভোটে মুসলিম ভোটও তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যদিও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অধীর চৌধুরি ৬৪.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৯.৯ শতাংশ। ফলে, ভোটারদের প্রবণতা বলছে বিজেপি সমর্থকদের একটা বড় অংশ অধীর চৌধুরিকে ভোট দিয়েছে। গত বিধানসভার ফলাফল দেখলে বোঝা যাবে ঠিক তার উল্টটা ঘটেছে। ২০২১ এর ভোটে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি পেয়েছে ৪৫.২২ শতাংশ যা লোকসভার ভোটের তুলনায় বহু গুণ বেশি। একই ভাবে লোকসভা ভোটে বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসে যেখানে ৪০.১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল সেখানে বিধানসভা নির্বাচনে পেয়েছে মাত্র ৬.৯৪ শতাংশ ভোট। অপরদিকে লোকসভা ভোটে বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি যেখানে ১৮.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল সেখানে বিধানসভা নির্বাচনে পেয়েছে ৪৪.৭ শতাংশ। একইভাবে লোকসভা ভোটে কান্দিতে বিজেপি মাত্র ৭.৩ শতাংশ ভোট পেলেও বিধানসভা নির্বাচনে পেয়েছে ৩০.৭৪ শতাংশ ভোট। একই প্রতিচ্ছবি রেজিনগর, নওদা, কান্দি, ভরতপুর ও বেলডাঙা এলাকার ক্ষেত্রে। ফলে, সহজেই বোঝা যাচ্ছে বিধানসভায় বিজেপির সিংহভাগ ভোট লোকসভা ভোটে অধীর চৌধুরির ঝুলিতে পড়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু মুসলিম ভোটও। সেটাই যে এবারের লোকসভা ভোটে হবে কে বলতে পারে। উল্লেখ্য, গত লোকসভায় মোট ভোটার ছিল ১৬৩ ২০৮৭। বুথের সংখ্যা ছিল ১৮৪৪টি। ভোট পড়েছিল ৭৯.১ শতাংশ। তাই হয়তো অধীর চৌধুরি বলছেন লোকসভা ভোটে তাকে হারানো মুশকিল। কিন্তু তার শিয়রে কাঁটা হল, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের ছটিতে জয়ী তৃণমূল। আর সেগুলি মুসলিম অধ্যুষিত। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মেরুকরণের ফলে মুসলিম ভোট ইউসুফ পাঠানের দিকে ঝুঁকলে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হতে পারে অধীর চৌধুরিকে।

এক নজরে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র

(২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ভিত্তিতে)
মোট ভোটার: ১৬৩২০৮৭ মোট বুথের সংখ্যা: ১৮৪৪
মুসলিম ভোটার: ৫৫.২৩% হিন্দু ভোটার: ৪৪.৪৪%

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর আসনের সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রে ভোটপ্রাপ্তির হার

বিধানসভা কেন্দ্র	তৃণমূল %	বিজেপি %	কংগ্রেস %
বড়ঞা	৩৭.৮	১৮.৩	৪০.১
কান্দি	৩৪.৫	৭.৩	৫৫.৩
ভরতপুর	৪৬	৮.২	৪১.৭
রেজিনগর	৫১.৭	১২	৩৩.৪
বেলডাঙা	৪৪.৩	৯.৯	৪২.৭
বহরমপুর	২০.৫	১২.৫	৬৪.৮
নওদা	৪৪.৩	৯.৩	৪২.৮

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন

২০২১ বিধানসভা ভোটের নিরিখে বহরমপুর লোকসভা আসনে ভোটপ্রাপ্তির হার

তৃণমূল: ৫০.১৫% বিজেপি: ৩১.৬% কংগ্রেস: ১৫.১%

বিধানসভা ভিত্তিক	তৃণমূল %	বিজেপি %	কংগ্রেস %
বড়ঞা	৪৬.৩২	৪৪.৭৭	৬.৯৪
কান্দি	৫১.১৬	৩০.৭৪	১৪.৭৮
ভরতপুর	৫০.৯১	২৮.১২	১৫.৯৪
রেজিনগর	৫৬.৩১	২৩.৮৭	১৭.৭২
বেলডাঙা	৫৫.১৯	২৮.৮৭	১৩.১৮
বহরমপুর	৩১.৬১	৪৫.২২	২০.৩৩
নওদা	৫৮.১৬	২১.৫২	১৫.৬২

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন

বহরমপুর লোকসভা আসনের সাত বিধানসভায় জয়ী বিধায়ক (২০২১ সালের)

বিধানসভা কেন্দ্র	নাম	দল	ভোটপ্রাপ্তি %
বড়ঞা	জীবনকৃষ্ণ সাহা	তৃণমূল	৪৬.৩২
কান্দি	অপূর্ব সরকার (ডেভিড)	তৃণমূল	৫১.১৬
ভরতপুর	হুমায়ুন কবির	তৃণমূল	৫০.৯১
রেজিনগর	রবিউল আলম চৌধুরি	তৃণমূল	৫৬.৩১
বেলডাঙা	হাসানুজ্জামান সেখ	তৃণমূল	৫৫.১৯
বহরমপুর	সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চন)	বিজেপি	৪৫.২২
নওদা	সাহিনা মোমতাজ খান	তৃণমূল	৫৮.১৬

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন

বহরমপুর লোকসভা আসন এলাকায় মুসলিম ও হিন্দু জনসংখ্যা

বহরমপুর লোকসভা আসন এলাকাও মধ্যে যে সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্র রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আটটি ব্লক ও তিনটি পৌরসভা। সেই সব এলাকার জনবিন্যাস নিম্নরূপ:

ব্লক	হিন্দু %	মুসলিম %
বেলডাঙা-১	২১.৪০	৭৮.২৫
বেলডাঙা-২	৩৮.০৫	৬১.৮২
বহরমপুর	৪৫.৯৪	৫৩.৬৩
ভরতপুর-১	৪২.৩৯	৫৭.৪৫
ভরতপুর-২	৪২.১৬	৫৭.৭১
বড়ঞা	৫৬.৭৬	৪৩.০৬
কান্দি	৩৮.৮২	৬০.৬৫
নওদা	২৭.৯৯	৭১.৮৭
পৌরসভা	**হিন্দু %**	**মুসলিম %**
বেলডাঙা	৪৮.৪৮	৫০.৬০
বহরমপুর	৯০.১৪	৯.০৭
কান্দি	৭৬.৬৪	২৩.১০

সূত্র: জনগণনা ২০১১

মমতার পিতৃ পরিচয় নিয়ে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মঙ্গলবার একটি ভিডিও ক্লিপে বিজেপির প্রবীণ নেতা এবং সাংসদ দিলীপ ঘোষকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক পটভূমি নিয়ে ব্যঙ্গ করতে শোনা যায়। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, বিজেপি সাংসদের মন্তব্য গেরুয়া শিবিরের ডিএনএ-র প্রতিফলন। তৃণমূলের তরফে সেই ভিডিয়ো ক্লিপ শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে দিলীপ ঘোষকে এই মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে। বিতর্কিত ওই ভিডিওতে দিলীপ ঘোষকে বলতে দেখা যায়, '... দিদি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যখন গোয়ায় যান, তখন তিনি নিজেকে গোয়ার মেয়ে বলেন। ত্রিপুরায় গেলে তিনি বলেন, তিনি ত্রিপুরার মেয়ে। ওঁর আগে নিজের বাবার পরিচয় দিতে হবে।' আপনজন অবশ্য স্বাধীনভাবে এই ভিডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তৃণমূলের 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়' স্লোগানকে কটাক্ষ করেন। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ দিলীপ ঘোষ তৃণমূলের ২০২১ সালের নির্বাচনী স্লোগান 'বাংলা নিজের মেয়েকে চাই' এর কথা উল্লেখ করছিলেন। এই মন্তব্যের জন্য বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা দিলীপ ঘোষকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, এই মন্তব্যে গেরুয়া শিবিরের ডিএনএ-র প্রতিফলন ঘটেছে। অবিলম্বে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। এই মন্তব্যে গেরুয়া শিবিরের ডিএনএ-র প্রতিফলন ঘটেছে, যা বিজেপির নারীবিদ্বেষী মানসিকতার গন্ধ ছড়াচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।
তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে বলেছে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের নামে @DilipGhosh-BJP কলঙ্ক! মা দুর্গার বংশধারাকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে শুরু করে এখন শ্রীমতী @MamataOffi-cial -এর বংশ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তিনি নীতি নৈতিকতার নোংরা অতল গহ্বরে ডুবে গেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আরও বলা হয়েছে, 'একটি বিষয় কাচের মতো পরিষ্কার, বাংলার মহিলাদের প্রতি দিলীপ ঘোষের কোনও শ্রদ্ধা নেই, যিনি হিন্দু ধর্মের পূজনীয় দেবী হোন বা ভারতের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হোন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরিচয়ের রাজনীতির মোকাবিলায় তৃণমূল কংগ্রেস 'বাংলা নিজের মেয়েকে চাই' স্লোগান দিয়ে 'বাঙালির গর্ব' ছড়িয়েছিল। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে 'বহিরাগত' বিতর্ক লোকসভা ভোটের আগে জোরদার হয়ে উঠেছে এবং রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী আখ্যানের উত্থান মোকাবেলায় ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস বাঙালি উপ-জাতীয়তাবাদকে তাদের প্রধান নির্বাচনী ইস্যু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং বিজেপিকে 'বহিরাগতদের দল' হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

মমতার নির্বাচনী প্রচার শুরু ৩১ মার্চ থেকে

আপনজন ডেস্ক: আগামী ৩১ মার্চ থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪ মার্চ নিজের বাসভবনে পড়ে গিয়ে কপালে বড় ধরনের চোট পাওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসকরা বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন এবং এ কারণে তিনি প্রচারে অনুপস্থিত রয়েছেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তৃণমূল সুপ্রিমো ৩১ মার্চ থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের ধুবুলিয়ায় প্রথম জনসভা করবেন তিনি। সেখানে তিনি তৃণমূলের কৃষ্ণনগরের প্রার্থী মহুয়া মৈত্র এবং রানাঘাটের প্রার্থী মুকুট মণি অধিকারীর হয়ে প্রচার করবেন। ১ এপ্রিল বহরমপুরে ইউসুফ পাঠান সহ মুর্শিদাবাদের আরও দুই তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে জনসভা করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তার মাথায় ব্যান্ডেজ এখনও খুলে ফেলা হয়নি।

স্বপ্ন পূরণের সেরা প্রতিষ্ঠান

নাবাবীয়া মিশন

NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)

মাইনান, খানাকুল, হুগলী, পিন - ৭১২ ৪০৬

আর্থিক সাহায্যের আবেদন
Pray for Economical Support

আধুনিক সভ্যতার পিছিয়েপড়া জাতির প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম সমাজকে অতি সত্বর, সভ্যতার উন্নততম স্তরে পৌঁছানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেধাবী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দুঃস্থ, এতিম, সর্বধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টায় মোদীয় এই ক্ষুদ্র আবাসিক প্রতিষ্ঠান 'নাবাবীয়া মিশন'। এই ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে, সর্বোপরি শিক্ষাগ্রহী দুঃস্থ, এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন। অনুরূপে মিশনের ভবিষ্য চলার দুর্গম পথকে সুগম করতে আপনাদের মতো সহৃদয় সমাজকর্মীদের আর্থিক ও সার্বিক সাহয্যের প্রশস্ত হাতের অপেক্ষায় রইলাম মোরা।

আপনাদের অতি মূল্যবান আর্থিক সাহায্য 'নাবাবীয়া মিশনে'র দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তহবিলে পাঠাইয়া চির বাধিত করিবেন। আর্থিক দান চেক, ড্রাফট বা নগদে পাঠাতে পারেন মিশনের নামে (নাবাবীয়া মিশন)। নগদ অর্থ পাঠাতে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস পরিলক্ষ্য করুন।

আপনার অনুদান 80G ধারায় করমুক্ত

NABABIA MISSION
HDFC BANK LTD.
Arambagh Branch
A/c No.: 99999564786786
IFSC : HDFC0001062

বিনীত
সেখ সাহিদ আকবার
সাধারণ সম্পাদক
নাবাবীয়া মিশন

প্রথম নজর

অন্ধকারে ডুবে হাসপাতাল, ভাইরাল ভিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ঝড়বৃষ্টির পর ইমারজেন্সি বিভাগ ব্যতীত 'অন্ধকারে' ডুবে রয়েছে গোটা হাসপাতাল। সামাজিকমাধ্যমে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়। যদিও সেই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। হাওড়ার ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে সোমবার সন্ধ্যার ঘটনা। জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির পরেই হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে। মোবাইলের আলো জ্বেলে পরিষেবা সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়। অভিযোগ, ইমারজেন্সি বিভাগ ছাড়া কোথাও ছিলনা বিদ্যুৎ। জেনারেটর থাকা সত্বেও কেন তা চালানো হয়নি তা অবশ্য জানা যায়নি। এই ঘটনা ঘিরে হাসপাতালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন রোগী-সহ পরিবারের সদস্যরা। পরে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

কল্যাণের তদারকি

সেখ আবদুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: চণ্ডীতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেখ মোশারফ আলী তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকদের নিয়ে নবাবপুর এলাকায় দেয়াল লিখনে দাঁড়িয়ে থেকে তদারিক করছেন। প্রসঙ্গত শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবারও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশিষ্ট সিপিএম নেতাসুজন চক্রবর্তী সোনারপুরের বাড়িতে সপরিবার আবির খেলায় মাতলেন। ছবি: জাহেদ মিস্ত্রি

বসন্ত উৎসবে নবাবের শহরে ইউসুফ পাঠান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন:গত রবিবার দক্ষিণ দরজার ঐতিহ্যবাহী ঘন্টা বাজিয়ে শুরু হয়েছিল মুর্শিদাবাদ শহর বসন্ত উৎসব ২০২৪ এর অনুষ্ঠান। তিন দিনের সেই অনুষ্ঠানের শেষ দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান।

উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খান, কান্দির বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার ডেভিড সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের ছোটে নবাব সৈয়দ রেজা আলী মির্জা সহ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা তথা মুর্শিদাবাদে শহর বসন্ত উৎসব কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইন্দ্রজিৎ ধর ইউসুফ পাঠানের হাতে বিশেষ উপহার তুলে দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লালবাগ আস্তাবল ময়দানে ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান কে দেখতে ভিড় জমায় হাজার হাজার দর্শক। তিন দিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় সেখানে।

আকড়া হাই মাদ্রাসায় দোলে মাতলেন শিক্ষিক-শিক্ষিকারা

বিশেষ প্রতিবেদক ● আকড়া

আপনজন: সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্ট এক রায় এ মাদ্রাসাকে অসংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছে। আদালতে আর্জিতে অভিযোগ করা হয়েছিল, উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম পড়ুয়াদেরকে লক্ষ্য করে। সেখানে অন্য ধর্মের পড়ুয়াদের ধর্মীয় সংস্কৃতি বিপন্ন। সেই রায়ের পর পশ্চিমবঙ্গে কিছু হাই মাদ্রাসা ভিন্ন পথে এগোতে চাইছে। হাই মাদ্রাসায় অন্য ধর্মের পড়ুয়ারা ব্রাত্য বা অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় সেই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তুলে ধরতে চাইছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। তাই বিভেদমূলক শক্তির অঙ্গুলি হিলনে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রবাহকে দূরে ঠেলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ও সম্প্রীতিকে বজায় রাখতে এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে কলকাতা সন্নিহিত মহেশতলার আকড়া হাই মাদ্রাসায়। আকড়া হাই মাদ্রাসা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে আসছে। এখানে মুসলিম শিক্ষকের পাশাপাশি হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকারাও রয়েছেন। এবার সেখানে দুই সংস্কৃতির মেল বন্ধনের চিত্র ফুটে উঠেছে হিন্দু ধর্মের অন্যতম আনন্দ উৎসব দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে। দোল উপলক্ষে দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন এক নজির সৃষ্টি করল যেটাকে আকড়া মাদ্রাসার শিক্ষক মহল সম্প্রীতির নির্দশন বলে মনে করছে। দোলের দিন আকড়া হাই মাদ্রাসার শিক্ষক শামসুর, মতিয়ার ও বেগম রওশন মিতারা যেমন হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বসন্ত উৎসবে যোগ দিয়েছেন, তেমনি সুজিত, পীযুষ, শান্তনু, অর্পিতা, নবনীতা, অর্পণা ভঞ্জ ও শর্মিষ্ঠারা মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করেন। অন্যদিকে, নিজ সন্তানের জন্মদিন উপলক্ষে সন্তান সমতুল্য মাদ্রাসার সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাংস ভাত ও আইসক্রিম খাইয়ে যে শিক্ষিকাটি সবচেয়ে বেশি খুশি ও তৃপ্তি লাভ করেন, তিনি এই মাদ্রাসার শিক্ষিকা তনুশ্রী সাহু। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলে যাতে একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করেন এই বোধ সৃষ্টি করাতে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোফাজ্জল আহমেদ সাহেবের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে আকড়া হাই মাদ্রাসার এক শিক্ষক জানিয়েছেন। রাজ্যের হাই মাদ্রাসায় দোল উৎসব পালন করার 'কৃতিত্বের' অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠল আকড়া হাই মাদ্রাসা।

বালুরঘাটে জেলা পুলিশের নাকা চেকিং

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করানোর জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফের শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং। সরজমিনে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল মঙ্গলবার বালুরঘাট শহরের ট্র্যাংক মোড় এলাকায় চলছে বালুরঘাট ট্রাফিক পুলিশের তরফে নাকা চেকিং। বালুরঘাট ট্রাফিক থানার আইসি অরুণ তামাং সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বালুরঘাট শহরে প্রবেশ করা বিভিন্ন গাড়ি ও বাইক গুলিতে এদিন চলে নাকা চেকিং। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিন দিক সীমান্ত বেষ্টিত। মোট ২৫২ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। এর মধ্যে এখন প্রায় ৩০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া এখন গড়ে ওঠে নি। এর মধ্যে হিলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তপন, কুমারগঞ্জ ও গঙ্গারামপুরের বেশ কিছু এলাকায়ও কাঁটাতারের বেড়া নেই। কাঁটাতার না থাকার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান সহ অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রায় লেগেই থাকে। সে বিষয়টিকে মাথায় রেখেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেই জেলা পুলিশের তরফে শুরু হয়েছে এই নাকা চেকিং।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হোলির রঙে মেতে উঠল পুরসভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কর্তৃক বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠান জনসাধারণের জন্য বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে নানান সংগঠনের উদ্যোগে দিনটি পালনের খবর পাওয়া গেছে। রামপুরহাট পৌরসভা আয়োজিত বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। কচিকাঁচা থেকে বড় সকলের নাচ ও গানে মুখরিত হয়ে উঠে শহরময়। সেই সঙ্গে একে অপরকে বিভিন্ন রঙের বাহারে রাঙিয়ে দেওয়া তো আছেই। এদিন প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহন করেন রাজ্যের ডেপুটি স্পীকার ডঃ আশীষ ব্যানার্জি, রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত সহ শহরের সাস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা। পাশাপাশি সিউড়ি দু নম্বর ব্লকের পুরন্দপুর অঞ্চলের সাজিনা গ্রামে প্রগতি সংঘের পরিচালনায় বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রামের আদিবাসী বাচ্চাদের নিয়ে অনুষ্ঠানটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

সেমিফাইনালে শ্রীপৎ সিং কলেজ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আন্তঃরাজ্য কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে প্রবেশ করল মুর্শিদাবাদ জেলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় চলতি ২০২৩-২৪ বর্ষের অন্তরাজ্য কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফুটবল বিভাগে হুগলি জেলাকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করল মুর্শিদাবাদ জেলা। মুর্শিদাবাদ জেলার হয়ে জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজ ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করছে। উল্লেখ্য, এর আগেও জেলাস্তরীয় ফুটবল বিভাগে স্বর্ণপদক পায় শ্রীপৎ সিং কলেজ।

সরকারি জায়গা থেকে দলীয় পতাকা খোলা নিয়ে চরম উত্তেজনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সরকারি জায়গা থেকে দলীয় ফ্ল্যাগ এবং পতাকা খোলাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা। বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং নির্বাচন কমিশনের এমসিসি টিম। ঘটনা মালদার পুরাতন মালদা পৌরসভার ৭ নম্বর এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড মালদা রোড এলাকার। জানা যায় এই এলাকায় রাস্তার মাঝ বরাবর ডিভাইডার রয়েছে। সরকারি সেই ডিভাইডারে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির ফ্ল্যাগ এবং পতাকা লাগানো হয়েছে । নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরই লাগু হয়েছে নির্বাচন আচরণবিধি। নিয়ম অনুযায়ী কোন সরকারি জায়গায় দলের কোন পতাকা লাগানো যাবে না। সেই মত

অভিযোগ পেয়ে সরকারি জায়গা থেকে সেই ফ্ল্যাগ এবং পতাকা খুলতে যায় নির্বাচন কমিশনের এমসিসি টিমের সদস্যরা। ঠিক সেই সময় নির্বাচন কমিশনের দ্বিচারিতা আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে সোচ্চার হয় তৃণমূল কংগ্রেস। বেছে বেছে সরকারি সেই জায়গা থেকে তৃণমূলের ফ্ল্যাগ এবং পতাকা খোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে তৃণমূল নেতৃত্ব। নির্বাচন কমিশনের এমসিসি টিমের সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের এই কর্মকান্ডকে দাদাগিরি আখ্যা দিয়ে ধিক্কার জানিয়েছে বিজেপি।

ঢালাই রাস্তা পিচ করায় বন্ধ নিকাশি নালা, চরম সমস্যায় ব্যবসায়ীরা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: আচমকা রাতের অন্ধকারে রাস্তায় পিচ করায় বন্ধ হয়ে গেছে নিকাশী নালা। সমস্যায় গলসি বাজারের ব্যবসায়ীরা। ভালো ঢালাই রাস্তার উপরে কাউকে না জানিয়ে এমন কাজে ক্ষুব্ধ গলসি বাজারের ব্যবসায়ীদের এক অংশ। তাদের দাবী, রাতে দোকান বন্ধ করে চলে যাবার পর জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষের ঠিকা সংস্থা ওই কাজ করেছে। কাজের পরিকল্পনা ও গুনগত মান নিয়ে সকাল হতেই শুরু হয় গুঞ্জন। বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে পঞ্চায়েত প্রধান ও ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন এর দারস্ত হন অনেকেই। মুদিখানা ব্যাবসায়ী আজিজুল সেখের দাবী, ওই কাজের জন্য তাদের দোকানের সামনের নালার উপরের বহু সিলাপ চাপা গেছে। যার জন্য জায়গায় জায়গায় বাজারের নিকাশী নালা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে একপশলা বৃষ্টি হলেই নিচু দোকান গুলিতে জল ঢুকে যাবে। ফলে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। তার দাবী এমন কাজের চেয়ে আগের ঢালাই রাস্তা ভালো ছিল। রুটি ব্যবসায়ী আলিম সেখ বলেন, উপকার নয় ক্ষতি হয়েছে আমাদের। সব ড্রেনগুলি বুজে গেছে। ফলে বর্ষাকালে গোটা বাজার ডুবে যাবে। চা দোকানী শুকুর সেখ এর দাবী, কাজ মোটিই ভাল হয়নি। ভালো করে পিচ বসানো হয়নি। জল হলেই পিচ উঠে যাবে। ব্যবসায়ী পার্থ চট্টপাধ্যায় বলেন, সিলাপ এর উপরে পিচ ঢেলে দিয়েছে। ফলে জল নিকাশী বন্ধ হয়ে গেছে। আমার উচু দোকান বলে ক্ষতি হবেনা। তবে বৃষ্টি হলে বহু দোকান জলে ডুবে যাবে। বিষয়টি নিয়ে গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক বজরুল রহমান মন্ডল বলেন, নিকাশী নালা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাজারের বহু ব্যবসায়ী আতঙ্কের মধ্যে আছেন। তার দাবী, ওই কাজে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশি। আগের ঢালাই রাস্তা খুবই ভালো ছিল। এখন পিচ করার আগে কেউ তাদের জানাইনি। বিনা পরিকল্পনায় ওই কাজ করায় নিকাশী নালা বন্ধ হয়ে বহু দোকানে জল ঢুকে যাবে। গলসি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কমল রুইদাস বলেন, রাতের অন্ধকার কাউকে না জানিয়ে জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষের ঠিকা সংস্থা ওই কাজ করছে। ওই কাজের জন্য বাজারের বহু ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হচ্ছে। গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও বহু ব্যবসায়ী তাকে জানিয়েছেন। তিনি বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়ে ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজন হলে ওই পিচ তুলে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে প্রচেষ্টা করবেন।

পিএসইউয়ের বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: পি এস ইউ উদ্যোগে বসন্ত উৎসব পালন করা হলো বহরমপুর বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ারে। পি এস ইউ জেলা সম্পাদক রুবেল সেখ বলেন ছাত্র শিক্ষা বিরোধী নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতির মধ্য দিয়ে যখন স্কুল শিক্ষা প্রাইভেট কোম্পানি গুলোর হতে তুলে দিচ্ছে এবং CAA,NRC র মধ্য দিয়ে দেশ বিভাজনের চেষ্টা করছে তার প্রতিবাদে আজ বসন্ত উৎসবের দিনে আমাদের কর্মসূচি।এই রং বদলের সময়ে রঙে থাকুক দিন বদলের ভাষা।

প্রার্থীদের পাশে বসিয়ে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ এসইউসিআইয়ের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার এস ইউ সি আই দক্ষিন ২৪ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সামনে রেখে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলো।এদিন বারুইপুর জেলা অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে জয়নগরের প্রাক্তন সাংসদ এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ডা: তরুণ মন্ডল ও জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তরুণ কান্তি নস্কর বলেন,এবারের নির্বাচনে আমাদের দল এসইউসিআই (কম্যুনিস্ট) সারা দেশে ১৫১টি এবং এরাজ্যে ৪২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই নির্বাচনে সরকার এবং বিভিন্ন দল কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবে। যতই গণতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন, মার্কসবাদী হিসাবে আমরা জানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনের দ্বারা একটা বুর্জোয়া দলের পরিবর্তে আর একটি বুর্জোয়া দল নির্বাচিত বা পুনর্নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচনে একদিকে বিজেপির নেতৃত্বে 'এনডিএ' আরেকদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়া' প্রধানত এই দুইটি বুর্জোয়া জোটই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দুই পক্ষই ভুরি ভুরি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং টাকার থলি নিয়ে এই নির্বাচনে নামবে। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল শাসনে সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যে নানা সমস্যায় নিমজ্জিত। 'মোদির গ্যারান্টি' বলে যে দাবি প্রধানমন্ত্রী করছেন তার হাল হল,পূর্বতন প্রতিশ্রুতি বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকা উদ্ধার করে ১৫ লক্ষ টাকা সকলকে দেবে, প্রতি বছর দুই কোটি বেকারের চাকরি দেবে, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবে প্রভৃতি আজ 'জুমলায়' পরিণত। বিজেপির রামরাজত্বে কুড়ি কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়, দৈনিক ১৫৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করে, ২০১৮ সাল পর্যন্ত চার লক্ষ কৃষক ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, প্রতিদিন ৩ হাজার শিশু অপুষ্টিতে মারা যায়, স্থায়ী চাকরি নেই, কারখানা বন্ধ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন তেলেভাজা শিল্প করতে, তখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন পকোড়া শিল্প গড়তে। আর এক 'রামরাজত্ব' উত্তর প্রদেশে ৩৬২টি পিয়ন পদের জন্য ২৩ লক্ষ মানুষ আবেদন করেছিল, এরাজ্যে ৫৪০০ গ্রুপ-ডি পদের জন্য পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৮ লক্ষ। নারীর ইজ্জত আজ ভূলুণ্ঠিত।কংগ্রেস ও পুঁজিবাদের আরেকটি বিশ্বস্ত দল। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা কালীন অবাধ পুঁজিবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনকেই কার্যকরী করেছে। কংগ্রেস কোনও দিনই 'সেক্যুলার' ও 'গণতান্ত্রিক' ছিল না, কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য নিছক কিছু সিট পাওয়ার স্বার্থে সিপিএম ও সিপিআই এই কংগ্রেসকেই 'সেক্যুলার' এবং 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে ইন্ডিয়া জোটে সামিল হয়েছে। অথচ এই সময় প্রয়োজন ছিল শোষিত জনগণের শ্রেণি সংগ্রামকে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য বাম ঐক্য গঠন করা।

শিকড়কে ভুলো না, ইফতার মজলিশে বার্তা হাশিমিয়ার প্রাক্তনীদের

এম মেহেদী সানি ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়ার 'হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি'র প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার অনুষ্ঠিত হলো ইফতার মজলিস। আর এই ইফতার মজলিস থেকে প্রাক্তনীদের বার্তা, 'হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি'র মতো আদর্শ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের জীবনের উত্তরণের অন্যতম মাধ্যম। তাই আমরা কখনো আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান কে ভুলবো না উত্তরসূরীদের উদ্দেশ্যে বার্তা, তোমরাও কখনো শিকড় কে ভুলো না' এমনটাই মন্তব্য প্রাক্তন ছাত্র রুহুল আমিন, শাহিনুরদের। প্রাক্তন ছাত্রদের এই উদ্যোগে খুশি হয়ে অ্যাকাডেমির সুপারেন্টেন্ডেন্ট মোবাস্বির হোসেন বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন চারটি মাধ্যমিক ব্যাচ এবং তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাচের ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মজলিসের মধ্যে দিয়ে আমরা মিলিত হলাম, যা বর্তমানদেরও অনুপ্রাণিত করবে। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের মেন্টর আবেদীন হক আদী, তিনিও এদিন প্রাক্তনীদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক আকবর আলী, প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন সহ অন্যান্যরা। এদিনের ইফতার মজলিসে কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অ্যাকাডেমির ছাত্ররা। ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় ইফতারের প্রাক মুহূর্তে দোয়া করেন 'হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি'র মাদ্রাসা বিভাগের শিক্ষক।

শাহজাহানের মার্কেটে ফের ঘাসফুল পতাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দলীয় পতাকা নিয়ে রাজনৈতিক রং বদলের খেলা দেখল সুন্দরবনের মানুষ।কখনো বিজেপি, কখনো আইএসএফ। উলট পূরণের ছবি দেখেছিল সন্দেশখালির মানুষ । বিজেপি কর্মীরা যেখানে মার্কেটের উপর পতাকা লাগাচ্ছে আবার কখনো আইএসএফ কর্মীরা তাদের দলীয় পতাকা লাগাচ্ছে। ৭২ ঘন্টার মধ্যে উলট পুরান। ফের বসিরহাটের শেখ শাহজাহানের মাছের আড়ত ও মার্কেটে পতপত করে উড়ছে তৃণমূলের দলীয় পতাকা। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ীরা বলছেন, সবই রাজনীতির খেলা। ইতিমধ্যে শেখ শাহাজান, আলমগীর সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূলের দাপুটে নেতা সিবিআই হেফাজতে।নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিরতা যাতে না ছড়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিচ্ছে। সন্দেশখালি জুড়ে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিরোধীরা দাবি দীর্ঘ ১৩ বছর পর সেখানে পতাকা উড়েছিল বিরোধীদের। কিন্তু ফের তৃণমূলের পতাকা উড়ছে বলছেন ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

পীর গোরাচাঁদের মাজার শরিফ জিয়ারত করে প্রচারে হাজী নুরুল

মনিরুজ্জামান ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়াতে আব্বাস আলি আল-মক্কী পীর গোরাচাঁদ বা গোরা পীর নামে পরিচিত ছিলেন একজন আরব মুসলিম ধর্মপ্রচারক হিসাবে। সারা বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা এই মাজারে দোয়া নিতে হাজির হয়।ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের প্রার্থীদেরকেও দেখা যাচ্ছে এখানে দোয়া নেওয়ার জন্য। সোমবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী সেখ নুরুল ইসলাম হাড়োয়া মাজার শরীফে দোয়া নিয়ে জিয়ারত করে তাঁর ভোট প্রচারকার্য শুরু করেন। জিয়ারত পরবর্তী এক বর্ণাঢ্য রোড শো শেষে পথসভায় অংশগ্রহণ করেন। পরিচিত মুখ হাজী সেখ নুরুল ইসলাম চব্বিশের এই লোকসভা ভোটে সাধারণ মানুষের কাছে ঋণ হিসেবে ভোট চাইছেন এবং পরবর্তী সময়ে কাজের মধ্যে দিয়ে সবকিছু মিটিয়ে দেওয়ার আশাও ব্যক্ত করেন।তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সবকিছু হবে।মানুষ বিচার কে ভালো আর কে মন্দ। মাজার শরীফে দোয়ার মজলিস পরিচালনা করেন নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের অন্যতম পীরজাদা তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ। হাড়োয়ার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় নেতৃত্ব শফিক আহমেদ মাদার, আব্দুল খালেক মোল্লা,অর্চনা মৃধা,ফরিদ জমাদার, হুমায়ুন রেজা চৌধুরী,খাদিজা বিবি, তরিকুল ইসলাম বাপি,বাগবুল কালাম মুন্সী প্রমুখ।

প্রথম নজর

ভিসা নিয়ে নতুন সুখবর সৌদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: বিদেশি শিক্ষার্থী ও গবেষকদের টানতে নতুন শিক্ষা ভিসা কর্মসূচি চালু করেছে সৌদি আরব। এর আওতায় সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি সহজ করতে সাধারণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। 'স্টাডি ইন সৌদি আরব' নামে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিবেশে একাধারে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ মিলবে।

সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে বলা হয়, স্বল্পমেয়াদি শিক্ষা ভিসার মেয়াদ এক বছর এবং দীর্ঘমেয়াদি ভিসার মেয়াদ এক বছরের বেশি সময়ের জন্য হবে।

গত বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের রিয়াদে এক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আল বেনিয়ান নতুন ভিসা কর্মসূচির ঘোষণা দেন। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগের কর্মসূচি।

১৬০ দেশ থেকে উচ্চতর স্তরে ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষক, গবেষক ও একাডেমিকদের জন্য থাকবে। এর মাধ্যমে ৯ ভাষায় ডাটা নিবন্ধনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি সহজ করা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসব ভিসাধারীদের জন্য থাকছে না উকিল বা স্পন্সরের আবশ্যিকতা। সৌদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের করতে এবং মধ্যপন্থা প্রসারের পাশাপাশি আরবি ভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেয়া হয়।

কেবল বিদেশি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো নয় বরং যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেয়া সৌদি ভিশন ২০৩০ এর লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে সৌদি আরবের মর্যাদাকে বাড়িয়ে তুলবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন সহজ হবে। এর ফলে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বজুড়ে সৌদি আরবের চাহিদা বাড়তে পারে।

ইতিহাসে প্রথম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন সৌদি সুন্দরী

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব সুন্দরী নির্বাচনের অন্যতম বড় প্রতিযোগিতা মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা। এতে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে সৌদি আরব। চলতি বছরের আসরে সৌদির ২৭ বছর বয়সী মডেল রুমি আলকাহতানি অংশ নেবেন।

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় সৌদি আরবের পতাকা নিয়ে অংশগ্রহণের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এই ঘোষণা দিয়েছেন এই মডেল। খবর খালিজ টাইমসের।

এক প্রতিবেদনে খালিজ টাইমস জানায়, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সৌদি প্রতিনিধি হিসেবে ২৭ বছর বয়সী ঐ মডেল মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার মঞ্চে যাচ্ছেন।

রুমি আলকাহতানি সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিষয়ে অভিজ্ঞ। অনলাইন এই ইনফ্লুয়েন্সারের ইনস্টাগ্রামে ১০ লাখ ফলোয়ার আছে। সোমবার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি বলেছেন, এ বছর বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সুন্দরী প্রতিযোগিতায় সৌদি আরবের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।

আরবিতে লেখা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে আলকাহতানি বলেছেন, মিস ইউনিভার্স-২০২৪ প্রতিযোগিতায় সৌদি আরবের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আর এর মাধ্যমে বিশ্বের শীর্ষ এই প্রতিযোগিতায় সৌদি আরব প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাচ্ছে।

মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রোজা রাখলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: মিসর ও জর্দান সফরকালে মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রোজা রাখার কথা জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গত ২৪ মার্চ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এর বার্তায় তিনি একথা জানান।

রোজা রাখা প্রসঙ্গে এক্স এর এক বার্তায় গুতেরেস লিখেন,

'রমজানের এই সংহতির মিশনে রোজা রেখেছি। মূলত আমি যে মুসলিমদের সঙ্গে দেখা করছি তাদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তা করছি। অবশ্য গাজায় অনেক ফিলিস্তিনি সঠিক ইফতার করতে পারছে না জেনে আমার অন্তর ভেঙে পড়েছে।'

এ সময়ে তিনি মিসরের বিশ্বখ্যাত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম শায়খ আহমদ আল-তাইয়েবের সঙ্গে গাজা প্রসঙ্গে আলাপ করেন।

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া 'হতাশাজনক' আখ্যায়িত করে আহমদ আল-তাইয়েব বলেন, 'গাজায় যা ঘটছে তা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্প্রীতির প্রচেষ্টা দুর্বল করছে, যা আমরা বছরের পর বছর ধরে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করে আসছি। গাজায় আগ্রাসনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া খুবই হতাশাজনক।

' তিনি বলেন, 'আমরা পশ্চিমা ও আমেরিকান জনগণকে দেখেছি, এমনকি অনেক ইহুদিকে দেখেছি, যারা গাজায় আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে বেরিয়েছেন।'

জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরেস বলেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণের সুরক্ষা ও সমর্থনে শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে আল-আজহারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে সম্মান করতে এবং তাদের দুর্ভোগ কমাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানাই। গতকাল (শনিবার) আমি রাফাহ ক্রসিং পরিদর্শন করেছি। যেন আমি সবার কাছে আগ্রাসন বন্ধের গুরুত্বের বার্তা পাঠাতে পারি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেবল কথায় নয় বরং সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারে।' এ সময় তিনি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে 'ইসলামফোবিয়া' ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে বৈষম্য ও ঘৃণা তৈরি করছে বলে জানান। তিনি পারস্পরিত সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজায় এখন পর্যন্ত ৩২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং ৭২ হাজার ৫২৪ জন আহত হয়েছে।বর্তমানে এখানকার জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের তীব্র ঘাটতির মধ্যে কঠিন সময় পার করছে।

রমজানের পবিত্রতা লঙ্ঘন, ইরানের শতাধিক দোকানে সিলগালা

আপনজন ডেস্ক: ইরানের বিভিন্ন শহরে শতাধিক দোকান সিলগালা করে দিয়েছে ইসলামিক এই দেশটির কর্তৃপক্ষ। নিয়ম লঙ্ঘনের মাধ্যমে পবিত্র রমজান মাসকে অসম্মান করার অভিযোগে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৫ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পবিত্র রমজান মাসে ইরানিদের জনসম্মুখে খাওয়া, মদ্যপান এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, এমনকি গাড়ির ভেতরেও এসব কাজ করা যাবে না।

অন্যথায় ইরানের ইসলামিক দণ্ডবিধির ৬৩৮ ধারা অনুযায়ী রোজার নিয়ম লঙ্ঘন করলে অভিযুক্তকে ১০ থেকে ৬০ দিনের কারাদণ্ড বা ৭৪টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

ইরানে এই আইন ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের প্রায় ১২ বছর পরে ইরানে এই আইন বাস্তবায়িত হয়।

ইরান ইন্টারন্যাশনাল বলছে, হামেদানের প্রসিকিউটর হাসান খানজানি গত শনিবার 'রমজানের নিয়ম মেনে না চলার' জন্য একটি ফুড কোর্টসহ ৬৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সিলগালা করার ঘোষণা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে রে-এর পুলিশ কমান্ডার বলেছেন, 'রমজানের সময় স্থাপনাগুলোতে তত্ত্বাবধানের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ২৪টি নিয়ম অমান্যকারী এবং রমজানের নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সিল করে দেওয়া হয়েছে।'

তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় আরও ৭৩ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

এর আগে চলতি মাসের মাঝামাঝি ইরানি মিডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, রমজানের বাধ্যতামূলক নীতি পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আবহার, জাঞ্জান প্রদেশে চারটি রেস্তোরাঁ এবং খুজেস্তান প্রদেশের দেজফুলে ১০টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

ইরান ইন্টারন্যাশনাল বলছে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের কর্মকর্তারা রোজার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রতি বছর রমজানে সতর্কতা জারি করে থাকে। গত ২০ মার্চ ইরানের নিরাপত্তা বিষয়ক উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মজিদ মিরাহমাদি ইসলামিক দণ্ডবিধির ৬৩৮ ধারা উদ্ধৃত করে সতর্কতা উচ্চারণ করেছিলেন।

মিরাহমাদি সেসময় সূর্যাস্তের আগে শহরের মধ্যে রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, চাহাউস এবং খাবার বিক্রেতার মতো ব্যবসা পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হলেও গাজায় হামলা চালাবে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জরুরিভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হলো। সোমবার (২৫ মার্চ) পাস হওয়া এই প্রস্তাবে গাজায় যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি হামাসের হাত থাকা জিম্মিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির শর্ত রাখা হয়েছে। এরপরই গাজায় গত প্রায় ছয় মাস ধরে চলে আসা ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের আশা করা হচ্ছে।

তবে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাটজ জানিয়েছে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হলেও গাজায় হামলা বন্ধ করবে না তারা।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে কাটজ তার অ্যাকাউন্টে এক বিবৃতিতে বলেন, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি করবে না। আমরা হামাসকে ধ্বংস করব এবং সমস্ত বন্দিদের ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।

জানা গেছে, সোমবার প্রস্তাবটি পরিষদের বৈঠকে ভোটের জন্য তোলার পর মোট ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪ দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও যুক্তরাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল। তবে প্রস্তাবটির বিপক্ষে কোনো যুক্তি উপস্থাপন করেনি দেশটি।

এর আগে গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত যত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে প্রায় প্রত্যেকটিতেই ভেটো দিয়েছে ইসরায়েলের সবচেয়ে পুরনো ও পরীক্ষিত মিত্র যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের দূত গিলাদ এরদান দাবি করেছেন, জাতিসংঘের এই প্রস্তাব গাজা থেকে ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি 'নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করবে'।

আনাদোলু বলছে, জাতিসংঘের এই রেজোলিউশনে পবিত্র রমজান মাসের জন্য সকল পক্ষকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয়েছে। যা পরে একটি স্থায়ী টেকসই যুদ্ধবিরতির দিকে পরিচালিত হবে।

এই প্রস্তাবে সমস্ত বন্দির অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত মুক্তির পাশাপাশি তাদের চিকিৎসা এবং অন্যান্য মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানবিক সহায়তার প্রবেশ নিশ্চিত করার দাবিও করা হয়েছে।

মস্কোর কনসার্ট হল আক্রমণে শতাধিক জীবন রক্ষা করল মুসলিম বালক

আপনজন ডেস্ক: মস্কোর ক্রোকাস সিটি কনসার্ট হলে আক্রমণ হলে শতাধিক জীবন রক্ষা করেছেন মুসলিম কিশোর ইসলাম খলিলভ। তিনি তখন ক্লোকরুমে অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে কাজ করছিল।

আক্রমণের সময় হলটি যখন আগুনে জ্বলছিল, তখন সেখানে কর্মরত কর্মচারীদের সঠিক পথে প্রস্থানের নির্দেশ করেছিলেন খলিল।

সোমবার ইসলাম খলিলভ এবং অন্যদেরকে শিশু অধিকার বিষয়ক রাশিয়ান কমিশনার অনুষ্ঠানে সাহসিকতার জন্য পদক প্রদান করা হয়। তার বীরত্বপূর্ণ কর্মের প্রশংসা করেন রুশ মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা মুফতি শেখ রাভিল গাইনুতদিন।

রাশিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি রাভিল গায়নুতদিন এই সপ্তাহে জুমার নামাজের সময় ইসলাম খলিলভকে একটি পদক প্রদান করবেন। তিনি রেপার মরগেনস্টার্নের প্রশংসার স্মারক হিসেবে খলিলকে ১০ হাজার ৯০০ ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

খলিলের পরিবার কিরগিজস্তানের রাশিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। তিনি প্রায় এক বছর ধরে ক্রোকাস সিটি হলে কাজ করছেন। মেডিক্যাল আউটলেটগুলোকে খলিল জানান, যখন আক্রমণ শুরু হয়েছিল, তখন তিনি ভেবেছিলেন যে কোনো সংস্থা হলটিতে নির্মাণ কাজ করছে। হলের ভেতরে লোকজনকে দৌঁড়াতে দেখে তিনি বললেন যে কিছু একটা হয়েছে। পরে মূল ঘটনা জানতে পেরে নানাজনকে হল থেকে বের হতে সহযোগিতা করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো ৯০ জান্তা সেনা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের ৯০ জন জান্তা বাহিনী বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) কাছে গত সোমবার আত্মসমর্পণ করেছে।

রেডিও ফ্রি এশিয়া (আরএফএ) এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, জান্তা বিরোধী আরাকান আর্মি পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে একটি জান্তা ঘাঁটিতে আক্রমণ শুরু করেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তের দক্ষিণে মংডু শহরে অবস্থিত একটি গ্রামের স্থানীয়রা।

১৩ নভেম্বর ২০২৩ থেকে এ পর্যন্ত আরাকান আর্মি রাখাইন রাজ্য জুড়ে আটটি টাউনশিপ এবং উত্তর চিন রাজ্যের একটি শহর জান্তার কাছ থেকে দখলে নিয়েছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি মার্চের শুরুতে ঘোষণা করেছিল, তারা সম্পূর্ণ রাখাইন নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করছে। এদিকে, আহ শে রাখাইন গ্রামের জান্তা ঘাঁটি থেকে ১২০ জনের বেশি সৈন্য আরাকান আর্মির হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তবে প্রায় ৯০ জন সৈন্য দুপুরের দিকে আত্মসমর্পণ করেছিল বলে জানায় তা মান থার গ্রামের বাসিন্দারা। নাম প্রকাশ না করার অনুরোধে এক গ্রামবাসী আরএফএকে জানায়, ৩৫ জান্তা বাহিনী পালিয়ে গেছে। কিন্তু ক্যাম্পের অবশিষ্ট বাহিনীরা বিকেলে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু অনুসন্ধান করা হলে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মুখপাত্র খাইং থু খা আরএফএর কোন প্রশ্নের জবাব দেননি।

ব্রাজিলে ভারী বৃষ্টিপাতে ২৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রিও ডি জেনিরো ও এসপিরিতো সান্তোর মধ্যবর্তী স্থানে প্রচণ্ড ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতে অন্তত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৪ মার্চ) এসপিরিতো সান্তোসের রাজ্য সরকার জানিয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো এবং স্পিরিটো সান্টোতে এ বন্যা আঘাত হানে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪ মি.

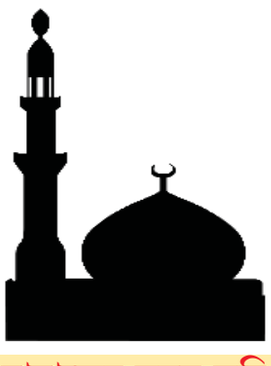

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১২	৫.৩৩
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

পদত্যাগ করছেন বোয়িং সিইও

আপনজন ডেস্ক: নিরাপত্তা ইস্যুতে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করছেন প্লেন-নির্মাতা সংস্থা বোয়িংয়ের প্রধান নির্বাহী (সিইও) ডেভ ক্যালহাউন। পাশাপাশি, এর বাণিজ্যিক এয়ারলাইন্স বিভাগের প্রধানও অবিলম্বে অবসর নেবেন এবং চেয়ারম্যান আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক সংস্থাটি। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে উড্ডয়নের পরপরই একটি বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স প্লেনের অব্যবহৃত দরজা খুলে উড়ে যায়। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও সংস্থাটির সুরক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল সেতু, বহু হতাহতের শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের প্যাটাপস্কো নদীর উপর নির্মিত তিন কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সেতু জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পড়েছে। এতে সেতুটিতে থাকা অনেক গাড়ি পানিতে পড়ে গেছে।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ১টা ৩৫ মিনিটের দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ম্যারিল্যান্ডের পরিবহন কর্তৃপক্ষ (এমটিএ) জানিয়েছে। এ ঘটনাকে 'উন্নয়নশীল গণহত্যা' বলে অভিহিত করেছেন দেশটির কর্তৃপক্ষ। ম্যারিল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ এক্স পোস্টে জানিয়েছে, এ ঘটনার পর আই-৬৯৫ সেতুর উভয় দিক দিয়ে লেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ট্রাফিক সংযোগও। উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং তারা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন।

বালটিমোর ফায়ার বিভাগের কমিউনিকেশন পরিচালক কেভিন কার্টরাইট রাত ৩টার দিকে সংবাদমাধ্যম এপিকে জানায়, স্থানীয় সময় রাত দেড়টার দিকে জরুরি নম্বরে কল আসে। এতে বলা হয় বালটিমোর সেতুতে বাণিজ্যিক জাহাজ ধাক্কা দেওয়ায় এক কলাম ভেঙে সেতুটি ধসে পড়েছে। ওই সময় সেতুটিতে একাধিক যানবাহন ছিল।

উদ্ধারকর্মীরা পানিতে নেমে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।

ইকুয়েডরের সর্বকনিষ্ঠ মেয়রকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের সর্বকনিষ্ঠ মেয়রকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ২৭ বছর বয়সী ব্রিজিত গার্সিয়া ও তার প্রেস অফিসারকে রোববার সান ভিসেন্টে শহরে একটি গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেখানে তিনি গত বছর মেয়র নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। গার্সিয়াকে হত্যার ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ঠিক কী কারণে তিনি হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন সেই বিষয়টিও জানা যায়নি। ব্রিজিত গার্সিয়া হলেন ইকুয়েডরে একের পর এক হত্যাকাণ্ডের শিকার সর্বশেষ রাজনীতিবিদ। গত বছর দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী ফার্নান্দো ভিলাভিকেনসিওকেও হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, রোববার দিনের শুরুর দিকে জাইরো লোর নামে এক যোগাযোগ কর্মকর্তা সহ মেয়র গার্সিয়াকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ বলছে, তারা যে গাড়িটিতে চড়েছিলেন—সেই গাড়ির ভেতর থেকেই কেউ তাদের গুলি করে হত্যা করেছে। সাধারণ একজন নার্স থেকে নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্যান ভিকেন্তে শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন গার্সিয়া। শহরটি ইকুয়েডরের মানাবি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। কোকেন পাচারকে কেন্দ্র করে মাদকের বিভিন্ন গ্যাং অস্থিতিশীল করে রেখেছে উপকূলীয় এই প্রদেশটিকে। এখান থেকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রেও মাদক পাচার করা হয়।

উমরাহ ২০২৪
আস-সফর ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
একটি বিশ্বস্থ হজ্জ ও উমরাহ প্রতিষ্ঠান
প্রোঃ তোফাইল আহমেদ
আমাদের প্যাকেজ ও পরিষেবা
Economy: Category 90,000 থেকে শুরু
Food: Brekfast Lunch & Dinner (বুফে খাওয়া ও সর্বক্ষণ চায়ের ব্যবস্থা)। প্রতি মাসে উমরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।
Ziyarat: মক্কা-মদিনার যিয়ারত ও সকল যাতায়াত ব্যবস্থা।
Guide: সর্বক্ষণ নিজে গাইড করা ও নতুনদের উমরাহ করানো।
Contacts Us
7407225774
8926722407
6297039254
9647034102
শীঘ্রই বুকিং করুন
ঠিকানাঃ সম্রাট মার্কেট
লালগোলা ■ মুর্শিদাবাদ

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৮৫ সংখ্যা, ১৩ চৈত্র ১৪৩০, ১৬ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

দুর্ভোগ আর কতকাল

উন্নয়নশীল বিশ্বে সচরাচর সমস্যার অন্ত থাকে না। বিশেষত যেই সকল দেশ শত বত্সরের গণ্ডি পার করিতে পারে নাই তথা অপেক্ষাকৃত নবীন রাষ্ট্র, সেই সকল দেশে বহু ক্ষেত্রেই যেন একশ্রেণির-গোষ্ঠীর রামরাজত্ব তৈরি হইয়া যায়। তাহাদের দৌরাত্ম্যের কারণেই সমস্যার স্তূপ চাপিয়া বসে রাষ্ট্রের ঘাড়ে এবং যাহার ফল শেষ পর্যন্ত জনগণকেই ভোগ করিতে হয়। রাষ্ট্রকে তাহারা মাস্তানি, চাঁদাবাজি, অন্যায়-অপরাধ, দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত করিয়া তোলে। অবস্থা এতটাই বেগতিক, অস্বস্তিকর পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, তাহা ঘুম কাড়িয়া লয় মানুষের। লুটপাট, অর্থ তছরূপ উন্নয়নশীল দেশে যেন মামুলি বিষয়! কারণে-অকারণে কথার বাণে জর্জরিত করিবার পাশাপাশি রাজনীতিবিদদের একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার প্রতিযোগিতাও এইখানে নিত্যদিনকার চিত্র। ইহার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সর্বত্র অব্যবস্থাপনার চিত্রই প্রকটভাবে চোখে পড়ে। ইহা হইতে উত্তরণের পথও যেন সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে, এইখানে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িতেছে। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে তাহাদের অবস্থা যেমন ছিল, এখনো অনেকের অবস্থার ইতরবিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। সময় গড়াইয়াছে বেশ খানিকটা, তথাপি তাহাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে নাই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায়। এখনো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকোপে হা-হুতাশ করা বন্ধ হয় নাই অনেক দেশের মানুষের। সিন্ডিকেট করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হয়। অসাধু ব্যাবসায়িক গোষ্ঠীর কবজায় থাকা দেশের বাজারে পণ্যমূল্য উঠানামা করে তাহাদের খেয়ালখুশিমতো। ইহার শেষ কোথায়? একশ্রেণির লোকের অপকর্ম এবং অবাধ চুরিচামারির কারণেই যে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল বিশ্ব যাহাদের কারণে ক্রমশ খাদের কিনারায় নামিতেছে, কাহারা সেই গোষ্ঠী?

আমরা যদি উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, এই সকল স্থানেও প্রকাশ্যে 'চুরি' হইতেছে। বহু জায়গাতেই চেয়ারম্যান-মেম্বাররা আধাসামন্তবাদের মতো রাজত্ব করিতেছেন। নিজেদের মতো সাজাইয়া লইতেছেন সকল কিছু, নিজেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছাই যেন তাহাদের আইন। টেন্ডার ও পার্সেজ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন খাতে জনগণের অর্থ লুটপাট করিতেছে। ইহা দেখিবারও যেন কেউ নাই! তাহাদের অপকর্মকৃত অর্থের যেন একটি নির্দিষ্ট ভাগ যে স্থানীয় সরকারি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের পকেটেও যায়। কোথাও কোথাও জেলার শীর্ষ সরকারি আমলাও আর্থিক লেনদেনে জড়াইয়া পড়েন। এইভাবে রক্ষকের দায়িত্বে থাকা কেহ যদি ভক্ষক হয় তাহা হইলে প্রতিকারের পথটুকুও বন্ধ হইয়া যায়। যেইহেতু প্রতিকারের পথ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং উন্নয়নশীল বিশ্বে দুর্ভোগের সিলসিলার ইতি ঘটে না।

অনেক জনপদেই দুর্নীতি বাড়িতেছে হুহু করিয়া। ব্যাংকে লুটপাট চলিতেছে। বিদেশি ঋণের ভারে জর্জরিত হইতেছে দেশ। অথচ একটি পক্ষ ঠিকই ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিতেছে। সর্বত্র যেন তাহাদেরই দৌরাত্ম্য। তাহাদের বেহায়াপনার কারণেই যে দেশ ও জাতির প্রভূত ক্ষতিসাধন হইতেছে। কাহার নিকট প্রতিকার চাইবে সাধারণ জনগণ? রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়া যাহারা রাষ্ট্রেরই শিকড় কাটিতেছে, তাহাদের পর্দা ফাঁস হইবে কীভাবে? কিন্তু নির্দিষ্ট দলের নহে, এই চিত্র প্রায় সকল দলের সকল জমানাতেই দেখা যায়। পুলিশ-প্রশাসনের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এবং ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষপর্যায়ের কোনো কোনো নেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও মদতে একটি বিশেষ গোষ্ঠী অন্যায়-অপরাধ, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার যে পরিবেশ তৈরি করে উন্নয়নশীল বিশ্বে, তাহার কি প্রতিকার হইবে না?

মমতা দুর্গে কি এবার আদৌ ফাটল ধরাতে পারবে মোদির বিজেপি?

সন্দেশখালি, তৃণমূলের নেতা-সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত, বেকারত্ব, নেতাদের দল-বদল, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু হওয়া, অনুপ্রবেশ... পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতের বিষয়ের অভাব নেই। কিন্তু এমন অনেক মানুষ পাবেন, যারা আপনাকে বলবেন, যেকোনও লোকসভা আসনে প্রার্থী যিনিই হোন না কেন, এবারের নির্বাচন হতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী বনাম মমতা ব্যানার্জী। লিখেছেন ভিনিত খাড়ে...

পশ্চিমবঙ্গ দিদির রাজ্য। যেদিকেই তাকাবেন, সবদিকেই তাকেই দেখতে পাবেন।

প্রায় ১৩ বছর আগে, ২০১১ সালে ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকা বাম সরকারের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় পাওয়া মমতা ব্যানার্জী ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনের মধ্যে ৩৪টিতে জিতেছিলেন। তারপরে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে নিজের স্থান আরও শক্তপোক্ত করতে সমর্থ হন তিনি। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮টি আসন জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছিল। আর এবছরের নির্বাচনে এনডিএ-র ৪০০ গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে যে বিজেপি, তারা কি এবারও পশ্চিমবঙ্গে ২০১৯-এর মতো জয় ছিনিয়ে আনতে পারবে? বিশেষ করে যখন সন্দেশখালি, দুর্নীতি ও বেকারত্বের মতো বড় ইস্যু রয়েছে?

পূর্বাভাস কী বলছে?

একটি জনমত সমীক্ষায় বিজেপি ২৫টি আসন পাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, আর অন্য একটি সমীক্ষা বলছে তারা ১৯টি আসন পেতে পারে। তৃতীয় একটি সমীক্ষায় বলা হচ্ছে বিজেপি ২০টি আসনে জয়ী হতে পারে।

বিবিসির সঙ্গে কথোপকথনে নির্বাচন বিশ্লেষক প্রশান্ত কিশোর বলেছেন যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফল করতে পারে, অন্যদিকে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস ৩০-৩৫টি আসন পাবে।

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য দলের টার্গেট ৩৫ বলে জানালেও সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসের রাজনৈতিক বিশ্লেষক মইদুল ইসলাম মনে করেন না যে "বিজেপি তার অবস্থান শক্তিশালী করতে পারবে।" 'ইন্ডিয়া' জোট থেকে বেরিয়ে এসে ৪২টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তৃণমূলের কাছে চ্যালেঞ্জ হল, যে সমালোচকদের এটা প্রমাণ করে দেখানো, যে তারা একাই প্রধানমন্ত্রী মি. মোদীকে আটকাতে পারে। যদি দলটি তা করতে পারে, তা হলে দেশের বিরোধী নেতাদের মধ্যে মমতা ব্যানার্জীর মর্যাদা বাড়বে। তবে তা যদি না করতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস, তাহলে নেতাদের দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন তৈরি হবে, তেমনই পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে দলের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলার আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে।

বিজেপি কি পারবে ২০১৯ -এর মতো ফল করতে?

কী হবে বলা মুশকিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জেতার জন্য বিজেপি সবরকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মি. মোদী ও অমিত শাহের ঘন ঘন সভা হচ্ছে, তৃণমূলের কয়েকজন শীর্ষ নেতার বিজেপিতে যোগ দেওয়া আর বিজেপির প্রচারণা – জেতার জন্য কোনও চেষ্টাই বাদ রাখছে না বিজেপি। উত্তর ভারতে রাজনীতির শিখরে পৌঁছে যাওয়া বিজেপি জানে পশ্চিমবঙ্গ তাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাদের এখানে ভাল করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জও কম নয়। কলকাতায় বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যের বাড়ির গেটে ক্যামেরা হাতে একদল সাংবাদিক জড়ো হয়েছিলেন ১৫ই মার্চ সন্ধ্যায়। সামনে একটা উঁচু কাঠের টেবিলের ওপর এক গাদা মাইক রাখা। ভিতরে ঘরের দেওয়ালে লাগানো একটি টিভিতে দিল্লি বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন সরাসরি সম্প্রচার চলছিল। টিভির পর্দায় দেখানো হচ্ছিল তৃণমূল নেতা অর্জুন সিং এবং দিব্যেন্দু অধিকারীর দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ছবি। দল বদল করা নেতাদের লম্বা তালিকা রয়েছে এই রাজ্যে। সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে ৪০ বছর ধরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শমীক ভট্টাচার্য বলছিলেন, "অমিত শাহজি ৩৫টি আসনের কথা বলেছেন। আমরা এটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করছি। মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে।" মনে করা হয়, ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের বিজেপির ভাল ফলাফলের অন্যতম কারণ ছিল তৃণমূল-বিরোধী ভোট তাদের পক্ষে যাওয়ার ঘটনা। বিশ্লেষক মইদুল ইসলামের মতে, ২০১৯ সালে বামদের প্রচুর ভোট বিজেপির দিকে গিয়েছিল এবং এর একটি বড় কারণ ছিল ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল, যাতে মানুষ খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আরেকটি কারণ ছিল রাজনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে পারে নি বাম এবং কংগ্রেস। তাই মানুষের সামনে বিকল্প ছিল সীমিত – সেজন্যই বিজেপিকে তারা বেছে নিয়েছিল।

তাঁর মতে, বাম দলগুলির ভোট এখন আবার তাদের দিকেই ফিরছে, তাই বিজেপি তাদের আসন বাড়াতে পারবে বলে তিনি মনে করেন না। প্রবীণ সাংবাদিক শিখা মুখার্জীর মতে, কেউ ভাবেনি যে এত সংখ্যায় বামদের ভোট বিজেপির পক্ষে চলে যাবে।

বামদের কী অবস্থা?

সিপিএম অফিসে একটি ঘরে বসে চা খেতে খেতে মুহম্মদ সেলিমের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ঘরের দেওয়ালে প্রয়াত বামপন্থী নেতাদের ছবি টাঙ্গানো আছে। দলের রাজ্য সম্পাদক মি. সেলিম বলছিলেন, তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন যে ভোটাররা, গত দু'বছরে তাদের একটি অংশ ফিরে এসেছেন। এর প্রমাণ হিসাবে তিনি

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে যে কয়েকটি উপনির্বাচন হয়েছে, সেগুলির কথা উল্লেখ করছিলেন যেখানে বামদের ভোট বেড়েছে। দলে নতুন প্রজন্মের নেতাদের সামনে নিয়ে আসা ভোট বৃদ্ধির একটা কারণ বলে তিনি মনে করেন। নতুন প্রজন্মের নেতাদের মধ্যে মীনাক্ষী মুখার্জীর নাম রয়েছে। সম্প্রতি বাম সংগঠন ডেমোক্রেটিক ইউথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত 'ইনসাফ যাত্রা' এবং কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে বড় সমাবেশ করাকে বামপন্থীদের জন-ভিত্তি ফিরিয়ে আনার একটা প্রচেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু সাংবাদিক শিখা মুখার্জী মনে করেন না যে, লোকসভা ভোটে বামদের ভোট ফিরে আসবে। তিনি বলছিলেন সমাবেশের জমায়েতের সঙ্গে ভোটকে মেলানো ঠিক হবে না। অন্যদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক প্রশান্ত কিশোরের যুক্তি, ক্ষমতার প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ পঞ্চায়েত, বিধানসভা ও লোকসভায় তৃণমূলের আধিপত্যও দলের মাথাব্যথার একটা কারণ হয়ে উঠতে পারে। আবার সন্দেশখালির মতো ঘটনাতে ক্ষমতাসীন দলেরই ক্ষতি বেশি হয়। বিজেপি সমর্থকরা অবশ্য আশা করেন যে সরকারের ওপরে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ, বেকারত্ব বা সিএএ-র মতো ইস্যুগুলি থেকে তাদের দল ফায়দা তুলতে পারবে, আর তার মাধ্যমেই আসনও বাড়বে তাদের।

আবার সিএএ, বা ৩৭০ ধারা অপসারণ বা রাম মন্দির নির্মাণ নিয়েও তারা তাদের ভোটারদের বলতে পারবেন যে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলো পালন করেছেন।

বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জ

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সামনে চ্যালেঞ্জগুলির কথা উঠলে বারবার শোনা যায় যে এ রাজ্যে দিদির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো শক্তিশালী সংগঠন নেই, বড় জননেতা নেই বিজেপির। আর যারা আছে, তাদের অনেকে আবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আসা নেতা। অনেকেই বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশালী মাঠ পর্যায়ের সংগঠনের মোকাবিলা করা বিজেপির পক্ষে সহজ নয়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মুখ শুভেন্দু অধিকারী। মমতা ব্যানার্জীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মি. অধিকারী ২০২০ সালে তৃণমূলের একাধিক নেতার সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দেন। এবার তাঁর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং এবং তাপস রায়ও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। মইদুল ইসলাম বলছিলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কোনও জননেতা বা বড় নেতা নেই। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল নেতাদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা ব্যক্তিগত আক্রমণ পছন্দ করে না।" তার যুক্তি, "শুভেন্দু অধিকারী যখন তৃণমূল ছাড়েন, তখন তাঁর জন-ভিত্তিটা পুরোপুরি বিজেপির দিকে যায়নি। এর একটা কারণ, সাধারণ মানুষ সহায়তা পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ওপরে নির্ভর করে থাকে। তারা মনে করেন, নতুন কেউ এলে তাদের সঙ্গে আবার নতুন করে বোঝাপড়া করতে হবে।" মি. ইসলামের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার - এই তিন রাজ্যে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তারা সহায়তার জন্য রাজ্যের সরকারগুলির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। রাজনৈতিক সহিংসতাও এখানে বেশি কারণ অনেক মানুষকেই রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। তারা মনে করেন, নেতা চলে গেলে বা বদলে গেলে আমরা কীভাবে সরকারি সহায়তা পাব!"

শিখা মুখার্জীর মতে, বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হল তারা এরাজ্যের কোনও আন্দোলনে যোগ দেয় নি, আবার রাম মন্দির আন্দোলনের কোনও প্রভাবও এ রাজ্যে না পড়ার মতো বিষয়গুলি। তিনি বলছিলেন "পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কাছে অচেনা। তারা বিরোধী দলের তকমা পেয়েছে, কারণ এখানে বাম ও কংগ্রেস দুর্বল হয়ে গেছে।" বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলছিলেন, "দলে লোক তো নিতেই হবে, তারা আসবে সমাজ থেকেই। কেউ যদি আমাদের জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি, এজেন্ডা মেনে চলে, তাহলেই আমরা দলে নিই। তার মানে এই নয় যে, বহিরাগতদের দিয়েই বিজেপি চলছে।" তৃণমূল ও বামেদের তুলনায় বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা কোনও সাংবাদিককে সংগঠনের অবস্থা কী সেটা বলব না, তবে এই নির্বাচনে প্রতিটা বুথে আমাদের এজেন্ট থাকবে।" বিজেপির কাছে আরেকটি চ্যালেঞ্জ হল, রাজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটারের একটা বড় অংশ তাদের থেকে অনেক দূরে থাকেন। এটা বলা ভুল হবে না যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু হওয়ার পরে ওই দূরত্ব কমেনি তো বটেই, বরং বেড়েছে।

মুসলমান ভোটার ৩০ শতাংশ

কলকাতা শহর থেকে অনেকটা দূরে, সরু রাস্তা আর প্রচণ্ড যানজটের মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছলাম হাদিপুর গ্রামে, যেখানে মুহম্মদ কামরুজ্জামানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার স্কুল বাড়িতে। সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মি. কামরুজ্জামান। রাজ্যে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৪০-৫০ হাজার। তার মতে, মুসলমানরা জানে যে বিজেপি মুসলমানদের বিরুদ্ধে, আবার তারা তৃণমূলেরও বিরুদ্ধে। কিন্তু তৃণমূলকে ভোট দেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প মুসলমানদের সামনে নেই। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সঙ্গে কথা বললে তারা শিক্ষা ও বেকারত্বকে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করলেও মি. কামরুজ্জামানের মতে, প্রধানমন্ত্রী মি. মোদী যখন অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন করছেন, তখন মমতা ব্যানার্জী দীঘায় একটি মন্দির নির্মাণ করছেন। তার কথায়, "ধর্মীয় কোনও কাজ করা তো সরকারের দায়িত্ব নয়। তারা সকলের কল্যাণের জন্য কাজ করবে। মি. মোদী যে পথে এগোচ্ছেন, সেই পথে হাঁটছেন মমতাও। তবুও মুসলমানরা বাধ্য হয়েই নরম-হিন্দুত্বের দিকে ভোট দেন। " উচ্চশিক্ষা ও মুসলমানদের মধ্যে বেকারত্বের সমস্যা ছাড়া আরও একটি কারণে মমতা ব্যানার্জীর ওপরে ক্ষুব্ধ মি. কামরুজ্জামান : ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে নির্বাচনে না গিয়ে একাই ভোটে লড়ার সিদ্ধান্তের জন্য। তাঁর মতে, এর ফলে কংগ্রেস-বাম দল ও তৃণমূলের ভোট ভাগ হয়ে যাবে। তবে এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে তৃণমূলের সুবিধা হবে বলেও মনে করছে কোনও কোনও মহল।

"ভোটের দুই-চার দিন আগে আমরা ঘোষণা করব যে প্রতিটি কেন্দ্রে কাকে ভোট দেওয়া উচিত হবে, যাতে বিজেপির পরাজয় আমরা নিশ্চিত করতে পারি।"

শিখা মুখার্জী অবশ্য বলছিলেন, অধীর রঞ্জন চৌধুরী বা বাম দলগুলির সঙ্গে আপস করতে চাননি মমতা ব্যানার্জী, তাই তাঁর কাছে একা লড়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না।

'ইন্ডিয়া' জোটের সম্ভাবনা কতটা?

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিজেপির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে মমতা ব্যানার্জী জোর দিচ্ছেন সাধারণ মানুষের জন্য যেসব সরকারি প্রকল্প আছে, সেগুলির ওপরে।

এর মধ্যে রয়েছে রাজ্যের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প এবং 'স্বাস্থ্য সাথী' নামের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প।

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নারীদের সহায়তার জন্য সরকার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে প্রদেয় অর্থ বাড়িয়েছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে এখন তফসিলি জাতি ও উপজাতি নারীদের প্রতি মাসে ১,২০০ টাকা এবং অন্যান্য নারীদের ক্ষেত্রে যতি মাসে এক হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্প হল রাজ্য সরকারের নিজস্ব স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, কেন্দ্রের কাছ থেকে যে অর্থ রাজ্য সরকারের পাওয়া উচিত ছিল, তা তার দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছে না। মইদুল ইসলামের কথায়, "তৃণমূলের ইস্যু হল কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রতি অবিচার করছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ১৯০৫ সাল থেকেই এই অবিচার করা হয়েছে। বঙ্গ-ভঙ্গ হয়েছে, আমাদের নেতাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, সুভাষ বসুর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, রাজধানী এখান থেকে চলে গেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে রাজ্যগুলি তাদের প্রাপ্য টাকা পাচ্ছে না। এক লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।" কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল আলাদা লড়ছে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা এটাও বলছে যে তাদের লক্ষ্য বিজেপিকে পরাস্ত করা এবং তারা লোকসভা নির্বাচনের পরে জোট নিয়ে কথা বলতে পারে। তবে তার প্রয়োজন হবে কি না, তা জানা যাবে চৌঠা জুন, যেদিন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

সৌজন্যে: বিবিসি

আহমদ ইবসাইস

এই রমজান ফিলিস্তিনিরা জীবনে ভুলবে না

নাবলুস, এল-বিরেহ্ এবং দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমের অবৈধ চেকপয়েন্টগুলো দিয়ে আমি যখনই যেখানে যেতে পেরেছি, সেখানেই রমজানের সবচেয়ে বিশুদ্ধ রূপ অনুভব করেছি। এই রমজানেই আমি আমার ধর্মের প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্যকে বুঝতে পেরেছি। এসব জায়গায় গিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি, রমজান শুধুমাত্র রোজা থাকা এবং ইবাদত-বন্দেগির মাস নয়, বরং তার চেয়ে বেশি কিছু। বুঝতে পেরেছি, এটি আমাদের ইমানের শক্তির স্মারক এবং আমাদের জনগণের সংহতি উদ্‌যাপনের উপলক্ষ।

দখলকরে নেওয়া রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ক্রমাগত আগ্রাসনের হুমকির মধ্যেও আশা ও শিশুদের কলহাস্যে পূর্ণ আমি আজানের ধ্বনির অপূর্ব অনুরণন মর্মে মর্মে অনুভব করছিলাম। একই সঙ্গে একজন মুসলমান হওয়ার জন্য শুকরিয়া আদায় করছিলাম।

এই রমজানে আমি আমার ফিলিস্তিনের বাড়িতে থাকছি না। কিন্তু আমি যখন প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় ইফতার করতে বসি তখন আমার মনের মধ্যে আমার জন্মভূমির চলমান ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র ভেসে উঠতে থাকে। রোজা ভাঙার সময় আমার প্রিয় স্বজনেরা এখন কীভাবে কাটাচ্ছে এবং তাদের এখন কেমন লাগছে তা ভেবে আমি ভেঙে পড়ি।

গাজায় টানা পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা গণহত্যার মধ্যেও যাঁরা বেঁচে আছেন, তাদের ইফতার করার মতো কোনো খাবার নেই। ইসরায়েল এখনো খাবারের জন্য মরিয়া হয়ে থাকা মানুষগুলোর কাছে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে। লোকেরা ইফতার ও সাহরিতে ঘাস পর্যন্ত রান্না করে খাচ্ছে।

শিশু-কিশোররা সবাই অপুষ্টিতে ভুগছে। খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে ইতিমধ্যেই বহু লোক মারা গেছে। গাজা নামের অবরুদ্ধ ছিটমহলটির এমন কেউ নেই যে কোনো না কোনো স্বজন হারায়নি। কিন্তু সেই স্বজন হারানো মানুষগুলোকে একটু খানি শ্বাস নেওয়ার, শোক করার এবং তাদের আতঙ্ক ঘুচাবার সময় এবং স্থান কোনোটাই দেওয়া হয়নি।

সেখানে অক্ষত একটি মসজিদও আর অবশিষ্ট নেই। সেখানে জামাতবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়ার মতো কোনো নিরাপদ জায়গা নেই।

প্রকৃতপক্ষে, গাজার মানুষ এখনো

ক্রমাগত বোমাবর্ষণের শিকার হচ্ছে। এমনকি অবরুদ্ধ ছিটমহলের সর্বশেষ তথাকথিত 'নিরাপদ অঞ্চল' রাফাতে যারা আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাদের ওপর এখনো স্থল হামলা চালানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তার মানে সেখানে আরও হামলা আসছে যা নিঃসন্দেহে আরও হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা ও পঙ্গু করে দেবে।

এই রমজানেই যে গাজাবাসীর কষ্ট হচ্ছে তা নয়। রমজান বছরের পর বছর ধরে গাজার জনগণের জন্য উদ্বেগের মাস ছিল। ইসরায়েলের লাগাতার অবরোধের কারণে চলমান এই গণহত্যা শুরুর অনেক আগে থেকেই এখানে রমজান মাসে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য নিজেরা না খেয়ে দিন কাটিয়েছে। এর আগে মৃত্যু ও ধ্বংস কখনোই এত কাছাকাছি আসেনি বটে; তবে এককালের এই সুন্দর দেশে সব সময়ই রমজানের সঙ্গে আতঙ্ক নেমে এসেছে।

পশ্চিম তীরের মানুষও এবারের মতো রমজান আগে কখনো দেখেনি। নিশ্চিতভাবেই দখলকৃত ভূখণ্ডে রমজান কখনোই সরল সোজা ব্যাপার ছিল না। রমজানে সব সময়ই অবৈধ তল্লাশি চৌকিগুলোতে টহল বাড়ানো হয়। দখলদার সেনাদের হাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের হয়রানি সহ্য করতে হয়। নানা ধরনের উসকানির মুখে পড়তে হয়। কিন্তু এ বছর দখলদারেরা এসব যন্ত্রণা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা গাজায় তাদের ভাই-বোনদের গণহত্যার শিকার হতে দেখে কেবল যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে না; বরং দখলদার ইহুদি, ইসরায়েলি পুলিশ এবং সেনাদের লাগাতার আক্রমণ থেকে তাঁরা বাঁচার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তারা ভাবছে, তাদের মধ্যে এর পর কে গ্রেপ্তার হবে, কাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হবে, বা কাকে লাঞ্ছিত করা হবে। তারা ভাবছে, তারা ও তাদের স্বজনেরা আগামী রমজান পর্যন্ত জালিমের অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকতে পারবে কি না।

আর আমরা যাঁরা প্রবাসে আছি তারা কী নিদারুণ অপরাধ বোধ নিয়ে রোজা-নামাজ করছি ইংরেজিতে কিংবা আরবিতে তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। যখন আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ভাই বোনেরা মাসের পর মাস না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, তখন কেমন করে রোজা ভাঙব? কী করে আমার গলা দিয়ে খাবার নামবে? আমার ভাইবোনেরা যখন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নামাজ পড়ছে, তখন আমি কী করে ছিমছাম মসজিদে নামাজ পড়ব? আমি জানি ধর্মীয়ভাবে আমাকে এসব করতেই হবে। কিন্তু আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়।

রমজানের পর রমজান যায়। ফিলিস্তিনিদের পরীক্ষা শেষ হয় না। তবে এটি নিশ্চিত, ফিলিস্তিনি চেতনা দখলদারদের নৃশংসতার চেয়ে বেশি দিন টিকে থাকবে।

যখন আমি গাজাবাসীদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে জুমার নামাজ আদায় করতে দেখি, তখন আমি মানসিক অটলতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি। এর মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পারি, আপনি কারও বাড়ি বা মসজিদ ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু কখনো তার ইমান ধ্বংস করতে পারবেন না।

একটা কথা নিশ্চিত, সব রমজান সমানভাবে যাবে না। এখন থেকে প্রতি বছর, আমি শুধু আর আমার নিজের জন্য দোয়া করব না। আমি দোয়া করব আমার সেই শহীদ ভাইবোনদের জন্য যারা আর নিজের জন্য দোয়া করতে পারবে না। আমি তাদের বাঁচাতে কিছু করতে পারিনি–সেই অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে আমি আমার জন্য দোয়া করব। আমাদের শহীদদের আত্মার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

আহমদ ইবসাইস একজন প্রথম প্রজন্মের ফিলিস্তিনি আমেরিকান এবং আইনের একজন ছাত্র আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

বাঙালি মুসলিমদের আর্থিক উন্নয়নের দিশা দেখালেন খাজিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

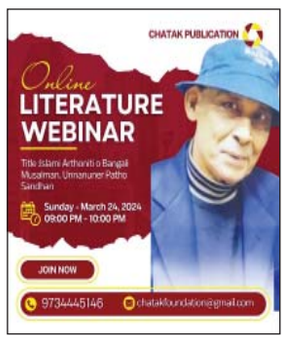

আপনজন: বিভাগ পরবর্তী এই বাংলায় বাঙালি মুসলমানরা কিভাবে আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবে তার পথ সন্ধান করে দিলেন ইতিহাসবেত্তা, সমাজবিজ্ঞানী খাজিম আহমেদ । চাতক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ২৪ মার্চ রবিবার অনলাইন আলোচনা সভায় তিনি এই পথ নির্দেশনার কথা তুলে ধরেন । চাতক আয়োজিত এই অনলাইন আলোচনা অর্থাৎ ওয়েবনারের সূচনা করেন চাতকের সম্পাদক শেখ মফেজুল । আলোচনার শুরুতেই শেখ মফেজুল অনলাইন আলোচনায় যোগদানকারী সকলকে আজকের আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন ।
আলোচ্য বিষয় ছিল " ইসলামী অর্থনীতি, বাঙালি মুসলমান ও উন্নয়নের পথসন্ধান ।
এদিনের মুখ্য আলোচক খাজিম আহমেদ, বিভাগ পরবর্তী বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোন পথে সূচিত হতে পারে, রাজনৈতিক পটভূমি কেমন, ইত্যাদি বিষয়ের উপর তিনি জ্ঞান গম্ভীর আলোচনা করেন । তিনি তুলে ধরেন- এই বাংলায় বাঙালি মুসলমানদের নানা সমস্যার মধ্যেও নিজেদেরকেই আর্থিক উন্নয়নে শামিল হতে হবে । তাদের জন্য সরকার সেই ভাবে চিন্তিত নয় । তিনি বলেন, এমন কি যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারাও সেই ভাবে এই সমাজ বা জনগোষ্ঠীকে কোন নতুন পথের অনুসন্ধান দিতে পারছেন না। তিনি আরো বলেন, এই বাংলায় পাহাড়ি অঞ্চল থেকে শুরু করে সুন্দরবনতক সব জেলাতেই কুটির শিল্প হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টায় মুসলমান ছেলে মেয়েদেরকে সামিল করতে হবে । অর্থ না থাকলে পড়াশোনা হবে না, অর্থ না থাকলে চিকিৎসা-উন্নয়ন কোন কিছু সম্ভব হবে না। সেইজন্য নিজেদেরকে স্বনির্ভরতার জন্য উদ্যোগী হতে হবে আগে । প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে, মুর্শিদাবাদ, মালদা বা দিনাজপুরে যে সম্ভাবনায় শিল্প আছে, সেই শিল্পকে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে হবে, সরকারের কোন সহযোগিতা না পেলেও । যদিও এই সমাজের এক শ্রেণীর দরবারী মুসলমান নেতাদের জন্যই মুসলমান সমাজ এখনো নিমজ্জিত আছে। খাজিম আহমেদ আরো উল্লেখ করেন যে, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের শিক্ষা প্রসার হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের অর্থ বল একেবারে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এই সমাজের কিছু মানুষ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে ঠিকই, এদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ার থাকলেও তারা সমাজ নিয়ে কোন হবে ভাবিত নয় । তারা নিজেদের প্রতিপত্তি ও অর্থ কিভাবে রোজকার করা যায়, সেই নিয়ে তারা চিন্তিত বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেন।
আলোচনায় অংশগ্রহণ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন বর্ধমান থেকে কবি সংগঠক মুশতারী বেগম, কবি শিক্ষিকা সামজিদা খাতুন, খন্দকার গোলাম মুর্তজা, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রমুখ । এই ওয়েবনার্টি সুসম্পন্ন করতে তথ্যপ্রযুক্তির কাজটি পরিচালনা করেন চাতকের সোশ্যাল মিডিয়ার সম্পাদক অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান। সবচেয়ে সকলের কল্যান ও মঙ্গল কামনা করে এই আলোচনাটি সমাপ্তি ঘোষনা করেন সঞ্চালক শেখ মফেজুল ।

‘এসো ভাবতে শিখি’ কর্মশালা বেস আন-নূরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: নিরন্তর চর্চা ও চিন্তার মাধ্যমে বাড়ে কল্পনাশক্তি যা একজনকে ভাবতে শেখায়, শেখায় ছবি আঁকতে, আর যার ফলে সে বলতে শেখে এবং লিখতে সক্ষম হয়। শিখন প্রক্রিয়ার এই মৌলিক কথা মাথায় রেখে এক সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচি হাতে নেয় দক্ষিণ দিনাজপুরের বেস আন-নূর মডেল স্কুলের বয়েজ এবং গার্লস ক্যাম্পাস। ১৭ থেকে ২৪শে মার্চ তারা বিভিন্ন বিভাগ করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজন করে নানা ধরনের প্রতিযোগিতা। বিষয় থেকে আঁকা, মক সাক্ষাৎকার গ্রহণ, থিমকে কেন্দ্র করে লেখা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা- এসব তো ছিলই; এর সঙ্গে ছিল গান, গজল, কবিতা আবৃত্তি, হামদ ও নাতে রাসুল (সাঃ)। অনুষ্ঠানের নাম দেয়া হয়েছিল – এসো ভাবতে শিখি। অনুসন্ধান কলকাতার উৎকর্ষ সাধন প্রকল্পের আওতায় সমগ্র অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা ছিল গত রবিবার ২৪ মার্চ। বিশিষ্ট গল্পকার ও শিক্ষক সামসুল হুদা আনার, তামিম ইসলাম এবং আনিসুর রহমানের সুদক্ষ নেতৃত্বে গার্লস এবং বয়েজ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সন্দীপ রায়, ড.স্বাগতা বসাক, জহরলাল নাইয়া, গৌরাঙ্গ সরখেল, নায়ীমুল হক, সেখ রবিউল হক প্রমুখ। এদিন বয়েজ সেকশনের প্রধান শিক্ষক আয়ুব আনসারের হাতে অনুসন্ধান কলকাতার পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ২০২৫-এর পাঠ পরিকল্পনা তুলে দেয়া হয়।

ইফতার মজলিশ...

আপনজন: পূর্বস্থলী সমুদ্রগড় ডাঙ্গাপাড়া মাদ্রাসার উদ্যোগে ইফতার মজলিসের আয়োজন করে। প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ এই ইফতার মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। ডাঙ্গাপাড়া মাদ্রাসা তরফ থেকে হৃদয় সেখ, সানি ,আব্দুর রহমান সহ এলাকাবাসী উপস্থিত হয়েছিলেন। পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয়।
ছবি: মোল্লা মুয়াজ ইসলাম

প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা, বিক্ষোভে শামিল পুরপ্রধানও

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। নার্সিংহোমের সামনে মৃতদেহ রেখে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু দাবী করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রোগীর পরিজনেরা। অভিযুক্ত চিকিৎসক ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের শাস্তির দাবীতে রাস্তা অবরোধ করে চলল বিক্ষোভ। বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের নার্সিংহোম হিসাবে পরিচিত ওই নার্সিংহোমের সামনে অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হতে দেখা গেল বাঁকুড়ার পুরপ্রধান থেকে শুরু করে তৃনমূলের অনেক পরিচিত নেতা কর্মীকেও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে গত ২১ মার্চ বাঁকুড়ার থানাগোড়া এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন মৌসুমী দে নামের বাঁকুড়া শহরের কামারপাড়া এলাকার এক প্রসূতি। ওই দিনই সিজারের পর তিনি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। অভিযোগ সিজারের পর থেকেই ওই প্রসূতির শারিরীক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। মৃতার পরিবারের দাবী শুক্রবার দুপুরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিজনদের জানায় প্রসূতির ডায়ালিসিস প্রয়োজন কিন্তু সেই পরিকাঠামো ওই নার্সিংহোমে নেই। এরপরই ওই প্রসূতিকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সোমবার মৃত্যু হয় ওই প্রসূতির। এরপর আজ দুপুরে মৃতদেহ নার্সিংহোমের সামনে নিয়ে এসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিজনেরা। মৃতের পরিজনদের দাবী ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে ওই প্রসূতির। অবরোধ করে ক্ষোভ দেখান বাঁকুড়ার পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার, উপ পুরপ্রধান হীরালাল চট্টরাজ, বাউরী কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান দেবদাস দাস, প্রাক্তন বিধায়ক শম্পা দরিপা সহ তৃণমূল নেতৃত্বকে। অভিযোগ নিয়ে নার্সিংহোমের তরফে কোনো বক্তব্য মেলেনি।

বসন্ত আহ্বানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ঋতুর সাথে তাল মিলিয়ে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন কে কেন্দ্র করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় যেভাবে বিভিন্ন ঋতুর উৎসব শুরু হয়েছিল বিশ্বভারতী কে কেন্দ্র করে তা এখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে। উত্তর কলকাতায় এই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কবিগুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।রবীন্দ্রভারতীর ওই অনুষ্ঠান সাধারণ জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ হওয়ার পর থেকেই শ্যামবাজারের শুরু হয় বসন্ত উৎসব। উই আর দা কমন পিপল এর উদ্যোগে শ্যামবাজারে এ বছরও আয়োজিত হল বসন্ত উৎসব এই বছর তাদের সেই উদ্যোগে সামিল হয়েছিল বিভিন্ন ফেসবুক পেজের সদস্যরা তাদের মধ্যে ছিল স্ফুলিঙ্গ কলাকেন্দ্র ,অনুরণন,দ্য লস্ট স্টোরি ,পাঁচ মিশালি গোধূলি লগ্ন ,দূরবীন ,চুপ এন্ড ডু ,হেসে গড়াগড়ি ,প্রিয় রসগোল্লা ,ইন্ডিয়ান মিউজিক একাডেমি সহ বিভিন্ন ফেসবুক পেজ ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা।আয়োজক রা সচেষ্ট ছিলেন নতুন শিল্পী দের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার এর ব্যাপ্তি দিতে।

চোরাই বাইক উদ্ধার করে দিল পুলিশ

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার পুলিশের আবারো বড়সর সফলতা। চুরি যাওয়া একটি দামি বাইক উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলকোটের ন'পাড়া এলাকা থেকে এটি উদ্ধার হয় । দীর্ঘ সময় পড়ে থাকতে দেখবার পর খবর দেওয়া হয় মঙ্গলকোট থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে দেখে মোটরসাইকেলের মধ্যে কোন নাম্বার প্লেট নেই।এরপর ওই মোটরসাইকেলে থাকা ইঞ্জিন ও চ্যাসিস নাম্বার চেক করে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ।দেখা যায় ওই মোটর সাইকেলটির মালিক হলেন খণ্ডঘোষ থানার আব্বাস উদ্দিন মল্লিক। ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করলেতিনি জানান তার মোটরসাইকেলটি বর্ধমান শহর থেকে চুরি হয়ে যায়। গত ইংরেজি ২৪/৮/২০২১ সালে। তিনি ওই দিন বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।মঙ্গলকোট থানার পুলিশ এরপর বর্ধমান থানায় খবর নিলে দেখা যায় যে ওই সময় মোটর সাইকেলটি চুরি হয়েছিল বর্ধমান শহর থেকে।মঙ্গলকোট থানার পুলিশের সহায়তায় আবারও চুরি হয়ে যাওয়া উদ্ধার হওয়ায় খুশি মঙ্গলকোট এলাকার মানুষ।

বিশ্বজিৎ দাসকে জয়ী করার আহ্বান

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ২০ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত বসন্ত উৎসব থেকে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস কে জয়ী করার আহ্বান জানালেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ।
সোমবার সকালে প্রভাত ফেরির মধ্য দিয়ে বসন্ত উৎসব উদযাপন করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা, নেতৃত্ব দেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ।
কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নারায়ণ বাবু বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য লোকসভা ভোট, বিশ্বজিৎ দাস কে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে। যদিও আমরা আশাবাদী বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয় লাভ করবে।'
বসন্ত উৎসবে সামিল হওয়া সকলকেই তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকতে অনুরোধ করেন নারায়ণ ঘোষ।

লোকসভায় নন্দীগ্রামে তৃণমূল জিতবে: দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: এবারের লোকসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল জিতবে। শুধু তাই নয় এই যে তার মধ্যে দিয়ে তৃণমূল প্রমাণ করে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিগত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে জিতে ছিলেন। মঙ্গলবার ভোটের প্রচারে বেরিয়ে একটি হরি সংকীর্তন সভায় যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী এবং শুভ ভট্টাচার্য। তিনি আরো বলেন, জয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। তবে " শুভেন্দু বাবুর অর্থের যে মেশিনারী,সেটা আটকালেই আমরা সহযেই জিততে পারি"।এবার নন্দীগ্রাম তৃনমূলের লিড হবে, অভিজিৎ গাঙ্গুলীর নন্দীগ্রামে বক্তব্যের পাল্টা দিলেন তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য।
মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের অন্তর্গত পাকুড়িয়া মহাপ্রভু মন্দিরে পূজো দিয়ে জনসংযোগ করলেন তমলুক লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। এদিন মহাপ্রভু মন্দিরে পুজো দেন তিনি।তারপর ধর্মীয়,সভায় গিয়ে সাধারন মানুষের সাথে কথাবার্তা ও জনসংযোগ করলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন "শুভেন্দু বাবুর অর্থের যে মেশিনারী,সেটা আটকালেই আমরা অর্থাৎ তৃণমূল সহযেই জিততে পারি"।এবার নন্দীগ্রাম তৃনমূলের লিড হবে।আর এটাই প্রমান হবে ২০২১ তৃনমূল যে জয়লাভ করেছিলো,তা প্রমান করাবো মমতা ব্যানার্জী জয়লাভ করেছিলেন। দেবাংশু জানান, তিনি হরিসভাতে কোন রাজনৈতিক প্রচার করতে আসেননি। এসেছিলেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।
উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি তমলুক লোকসভার মধ্যে।

রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ প্রয়াত। মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ৮টা ১৪ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে ২৯ জানুয়ারি থেকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ। স্বামী আত্মস্থানন্দের জীবনাবসানের পরে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি দায়িত্ব নেন। গত ২৯ জানুয়ারি মুত্রনালিতে সংক্রমণের কারণে তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হয়েছিল। ওই হাসপাতালের সাত তলার ৫০ নম্বর কেবিনে। ক্রমে সেপটিসেমিয়ায় আক্রান্ত হন স্বামী স্মরণানন্দ। শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়।

১ এপ্রিল বহরমপুরে ইউসুফের নির্বাচনী প্রচারে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: আগামী পয়লা এপ্রিল বহরমপুরে ইউসুফ পাঠানের হয়ে ভোট প্রচারে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুর স্টেডিয়ামে এই সভা হবে। বহরমপুর আসনটি এবার টার্গেট তৃণমূলের। তাই সেখানে ইউসুফ পাঠান কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমে ঝড় তুলেছেন ইউসুফ পাঠান। পহেলা এপ্রিল প্রচারের সেই ঝড়কে সুনামিতে পরিণত করতে বহরমপুরে পা রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে এবারের লোকসভা ভোটে আগামী ৩১ মার্চ নদীয়ার ধুবুলিয়া থেকে ভোট প্রচার শুরু করবেন মমতা। এই কেন্দ্রে প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। প্রথম থেকেই মহুয় মৈত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন মমতা। মহুয়া ফের কৃষ্ণনগর থেকেই লড়বেন তা দলনেত্রী ঘোষণা করেছিলেন অনেকদিন আগেই। এবার তাঁর কেন্দ্র থেকেই ২০২৪ এর লোকসভার ভোট প্রচারে নামছেন তৃণমূল নেত্রী।তৃণমূল সূত্রে খবর, সাধারণত যেখানে প্রথম দফার ভোট থাকে, সেখান থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই হিসাবে প্রথমে মনে করা হয়েছিল হয়ত উত্তরবঙ্গ থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন তিনি। তবে তৃণমূল নেত্রী তা করছেন না। জানা যাচ্ছে, তৃণমূল নেত্রী বেছে নিয়েছেন মহুয়া মৈত্রের নির্বাচনী কেন্দ্র কৃষ্ণনগরকে। কৃষ্ণনগরের সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণের পাশাপাশি বাম-কংগ্রেস জোটকে কী বার্তা দেন, সেই দিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। কারণ, মহুয়া মৈত্রকে যখন সংসদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, তখন মহুয়ার পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছিল বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্বকে। এই রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে বাম -কংগ্রেসের কোনও জোট হয়নি। পাশাপাশি কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে বাম-কংগ্রেসরা আদৌ প্রার্থী দেবেন কিনা, সেই বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রীর কৃষ্ণনগরের সভা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হাজির জয়েন্ট বিডিও

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সোমবার দোলের রাতের মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড দশা। খানিকটা স্বস্তি দিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক জায়গায় স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই। কিন্তু সুন্দরবনের বেশ কিছু গ্রাম এই ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।এর মধ্যে অন্যতম হল জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রাম।দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার জয়নগর ১ নং ব্লকের বামুনগাছি পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি গ্রামের বেশ কিছু বাড়ি মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। কোথাও আবার বাড়ির চাল উড়ে গেছে। কয়েক মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড সুন্দরবনের এই গ্রাম। তবে এই ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা।মঙ্গলবারেও বিদ্যুতহীন গ্রাম।ঘটনাস্থল মঙ্গলবার পরিদর্শন করেন জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তনয় মুখার্জি সহ ডিজাস্টার টিম।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সেখানে হঠাৎই শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের তাণ্ডব।হঠাৎ ওঠা দমকা বাতাসে ভেঙে পড়ে একের পর এক গাছ। উড়ে যেতে থাকে বেশ কয়েকটি বাড়ির টিনের চাল।এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষবাসেরও বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। তবে এবারে প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও এমন আচমকা বিপর্যয়ে সকলেই হতচিত হয়ে পড়েছেন।দলুয়াখাকি গ্রামে হালিম নস্কর ও মাজেদা নস্করের দুটি বাড়িতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
তবে এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল বলেন,ঝড়ের ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে।আপদ কালীন ব্যবস্থা হিসাবে ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে। মোট কত ক্ষতি হয়েছে তা এখন বলা সম্ভব নয়।

সেবার ব্রত নিয়ে যাত্রা শুরু ইসলাহ ফাউন্ডেশনের

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের করণদিঘী ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বাসুদেবপুর গ্রামে আল ইসলাহ ফাউন্ডেশনের শুভ উদ্বোধন করা হয় সোমবার। জানা গেছে এটি হচ্ছে একটি সেচ্ছাসেবী ও সমাজসেবামূলক ফাউন্ডেশন। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন অতিথিরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। আগামী দিনে গরিব, অসহায়, এতিম ও সম্বলহীন মানুষের পাশে দাঁড়াবে এই সংগঠন বলে জানান আল ইসলাহ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। এছাড়াও এদিন ইফতারের আয়োজন করা হয়। আল ইসলাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান এ প্রসঙ্গে জানান, প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন যুবক কিছু অর্থ দিয়ে রমজান মাসে এই সংস্থার উদ্বোধন করলাম। মূলত গরিব দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অসুস্থ মানুষের সাহায্য করার পাশাপাশি রক্তদান করতে চায় আমাদের সংস্থা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মথুরাপুর কেন্দ্রের প্রার্থীর মিছিল উস্থিতে

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে স্থানীয় মন্দিরে পুজো দিয়ে উস্থি হাই স্কুল মাঠ থেকে ঘোলার মোড় পর্যন্ত পদযাত্রার মধ্য দিয়ে পরিচিতি পর্ব এবং নির্বাচনী প্রচার করেন।এদিন মিছিলে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী বাপি হালদারের সঙ্গে ছিলেন মগরাহাট পশ্চিম বিধান সভার বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, মুজিবর রহমান মোল্লা অধ্যক্ষ দ :২৪ পরগনা জেলা পরিষদ,পশ্চিম বঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাইমারি শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মইদুল ইসলাম, মগরাহাট পশ্চিম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সব্যসচী গায়েন, পূর্ত কর্মধ্যক্ষ তৌসিফ আহমেদ, জেলা পরিষদের সদস্যা নুর খাতুন বিবি, মগরাহাট পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লা,জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মধ্যক্ষ মানবেন্দ্র মণ্ডল, যুব কার্যকরী সভাপতি নাজমুল দপ্তরী,যুব নেতা সাবিরুদ্দিন পুরকাইত সহ মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের সকল নেতৃত্ব।

অগ্নিকাণ্ডে অবশেষে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে হার মানল মা-মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: শনিবার গভীর রাতে মালদা জেলার রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের সম্বলপুরের হরিপুর গ্রামে গরিব মুখ বধির নাসিরউদ্দিনের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। সেই ভয়াবহ আগুনে নাসির উদ্দিন সহ তার স্ত্রী এবং আড়াই বছরের কন্যা জামিলা খাতুন দারুণভাবে দগ্ধ হয়। রবিবার রাত বারোটা নাগাদ মালদা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে শিশু কন্যাটির মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন অনেক মানুষ বিশিষ্টজনরা। অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভর্তি ছিলেন সোমবার ভোরবেলা মারা যান রোজিনা বিবিও। তিনি আবার সন্তান সম্ভাবাও ছিলেন । রমজান মাসে এই ঘটনায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এই অসহায় মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না এলাকাবাসী। নেমেছে শোকের ছায়া। নাসিরউদ্দিন এখনো চিকিৎসাধীন তিনিও মৃত্যু সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। পরিবারটি অত্যন্ত গরিব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে ছুটে যান তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি রকিবুল হক। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওই পরিবারকে দশ হাজার টাকা এবং কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করেন। পাশাপাশি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয় ওই পরিবারকে।

লাদাখ বাঁচাতে

আপনজন: লাদাক বাসীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে সোল নামক সংস্থা। রবিবার পাথরপ্রতিমা ব্লকের যুধিষ্ঠি জানার ঘাট থেকে নৌকায় করে সোলের সদস্যরা পোস্টার হাতে নিয়ে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের ধারে প্রতিবাদে সরব হন। ছিলেন শুভঙ্কর ব্যানার্জি (সোল চারিটেবল ট্রাস্টের সভাপতি) পুন্ডরিকাক্ষ্য আচার্য প্রমুখ।
ছবি: মিসবাহ উদ্দিন

১১ বছর পর মুখোমুখি স্পেন-ব্রাজিল

আপনজন ডেস্ক: ২০১৩ সালের ৩০ জুন–মারাকানায় মুখোমুখি ব্রাজিল ও স্পেন। সে ম্যাচে স্পেনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চতুর্থবারের মতো কনফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল। ফুটবল মাঠে সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের সেটিই ছিল শেষ দেখা।
আরেকটি স্পেন-ব্রাজিল দ্বৈরথ দেখতে ভক্তদের ১১ বছরের অপেক্ষা ফুরাচ্ছে আজ। মাদ্রিদের সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ২টা ৩০ মিনিটে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
বিপরীত অভিজ্ঞতা নিয়ে ম্যাচটি খেলতে নামবে দুই দল। মার্চের আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওয়েম্বলিতে স্বাগতিক ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল। ১৭ বছর বয়সী এনদ্রিকের গোল জিতিয়েছে ব্রাজিলকে।
অন্যদিকে ঘরের মাঠে কলম্বিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে স্পেন। টানা তিন ম্যাচ হারার পর জয় তুলে নেওয়া ব্রাজিলের দুই তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগোর জন্য তো বানার্ব্যু ঘরের মাঠেই।
ব্রাজিল ফুটবলের নতুন চমক এনদ্রিকও আগামী মৌসুমে যোগ দেবেন রিয়ালে। টানা ছয় ম্যাচ জয়ের পর প্রথম হারের দেখা পাওয়া স্পেনকে তাঁরা আরেকটি হার উপহার দিতে পারবেন কি?
চোটের কারণে নেইমার, আলিসন, এদেরসন, মার্তিনেল্লি, কাসেমিরো ও মার্কিনিওসের মতো তারকাদের বাইরে রেখেই দল সাজানো ব্রাজিল অনুপ্রেরণা নিতে পারে ইতিহাস থেকে। স্প্যানিশদের বিপক্ষে ৯ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জিতেছে ব্রাজিল, ড্র করেছে দুটিতে।
স্প্যানিশদের দুই জয়ের সর্বশেষটি ১৯৯০ সালে পাওয়া। প্রীতি ম্যাচটিতে ৩-০ গোলে জিতেছিল স্পেন। ব্রাজিলের বিপক্ষে সর্বশেষ ছয় ম্যাচের মধ্যে ওই একবারই গোলের দেখা পেয়েছে স্প্যানিশরা।
আজ সেই স্পেনের একাদশে না-ও থাকতে পারেন রদ্রি। ব্যক্তিগত কারণে সোমবার অনুশীলন থেকে ছুটি নিয়েছিলেন ম্যানচেস্টার সিটি মিডফিল্ডার। এ কারণেই তাঁর খেলা নিয়ে সংশয়।
২০১৩ ফিফা কনফেডারেশনস কাপ ফাইনালে স্পেনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল
২০১৩ ফিফা কনফেডারেশনস কাপ ফাইনালে স্পেনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিলএএফপি
ব্রাজিল না স্পেন, কে জিতবে আজকের প্রীতি ম্যাচ? ফুটবলের তথ্য-পরিসংখ্যান বিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠান ‘অপ্টা’র সুপার কম্পিউটার এ ম্যাচে ফেবারিট হিসেবে দেখিয়েছে স্পেনকেই। সুপার কম্পিউটারের হিসাবে স্পেনের জয়ের সম্ভাবনা ৪৩.৯%, অন্যদিকে ব্রাজিলের সম্ভাবনা ২৭%।
তবে ইউরোপীয় দলগুলোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের সাম্প্রতিক ফল থেকে আশা খুঁজে নিতে পারে ব্রাজিল। ইউরোপের দলগুলোর বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ ১২টি প্রীতি ম্যাচের ১১টিতেই জিতেছে ব্রাজিল, ড্র হয়েছে অন্য ম্যাচটি। ওই ১২ ম্যাচে ২৬ গোল করা ব্রাজিলিয়ানরা খেয়েছে মাত্র ৪টি গোল। প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিল সর্বশেষ ইউরোপীয় দলের কাছে হেরেছে ২০১৩ সালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে।

ডোপ পরীক্ষায় ‘প্রতারণা’ করে ২ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ব্রাজিলের গাবিগোল

আপনজন ডেস্ক: ডোপ পরীক্ষার সময় প্রতারণা আশ্রয় নিতে গিয়ে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন ফ্ল্যামেঙ্গোর ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল বারবোসা। গতকাল ব্রাজিলের এক ক্রীড়া আদালত বারবোসার এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়েছেন।
ঘটনা গত বছরের ৮ এপ্রিলের। রিও ডি জেনিরোতে ফ্ল্যামেঙ্গোর প্রধান কার্যালয়ে হঠাৎই ডোপ পরীক্ষা করা হয়। গাবিগোল নামে পরিচিত ২৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড সেই ডোপ পরীক্ষার সময় অসহযোগিতা করেন। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে অবশ্য আপিল করতে পারবেন বারবোসা।
ব্রাজিলের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ডোপ পরীক্ষার সূচি মানেননি বারবোসা। একই সঙ্গে তিনি ডোপিং কর্মকর্তাদের যথাযথ সম্মান দেখাননি আর নির্দেশও মানেননি। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে পাঠানো এক বিবৃতিতে ব্রাজিলের সেই ক্রীড়া আদালত লিখেছেন, ‘আদালতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এখানে ডোপিং-বিরোধী প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে।’
আদালত শাস্তি ঘোষণার পর গাবিগোল তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমি কখনোই পরীক্ষায় বাধা দিইনি বা প্রতারণাও করিনি। আমি নিশ্চিত যে উচ্চ আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হব।’
এ ক্ষেত্রে বারবোসার ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোও তাঁর পাশেই আছে, ‘আমরা তার আবেদন করায় সহায়তা করব। কারণ, এখানে কোনো প্রকার প্রতারণার ঘটনা ঘটেনি।’ ডোপ কর্মকর্তাদের অভিযোগ, ঘটনার দিন সকালে বারবোসার সতীর্থরা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। কিন্তু গাবিগোল সকালে নমুনা দেননি। তিনি পরীক্ষার জন্য আসেন দুপুরের খাবারের পর।
গাবিগোল যখন নমুনা দিতে যান, ডোপ কর্মকর্তাদের আচরণে খুবই হতাশ হন। কারণ, তাঁর সঙ্গে এক কর্মকর্তা বাথরুম পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগে বলা হয়, নমুনা সংগ্রহের নিয়ম সঠিকভাবে মানেননি ব্রাজিলের হয়ে ১৮ ম্যাচ খেলে ৫ গোল করা বারবোসা।

পিটারসেন-শাস্ত্রীকে কোহলির খোঁচা

‘আমার এখনও টি-টোয়েন্টি খেলার সামর্থ্য আছে’

আপনজন ডেস্ক: আলোচনার ঝড় বোধ হয় মাত্র শুরু হলো!
বিশ্বকাপ দলে বিরাট কোহলি থাকবেন না, এমন গুঞ্জন শোনা যাওয়ার পরই এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। এরই ধারাবাহিকতায় গুজরাট টাইটানস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ম্যাচের ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় কেভিন পিটারসেন ও রবি শাস্ত্রী কোহলির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকা না-থাকা নিয়ে কথা বলেছিলেন। গতকাল পাঞ্জাবের বিপক্ষে ৭৭ রানের ইনিংস খেলে পিটারসেন ও শাস্ত্রীর সেই কথার জবাব দিয়েছেন কোহলি।
সেই ম্যাচের ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে পিটারসেন বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্রে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে নিউইয়র্কে। সেখানে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়াতে আপনি কোহলির মতো কাউকে দলে চাইবেন।’এমন কথার জবাবে শাস্ত্রী বলেছেন, ‘খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ানো বিষয় না। বিষয় হচ্ছে টুর্নামেন্ট জেতা। জনপ্রিয়তা যেখানে বাড়ার সেখানে বাড়বে। ভারত ২০০৭ সালে তরুণ দল নিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল। আপনি তারুণ্য চান, আপনি জৌলুশ চান।’ এই আলোচনা কোহলির মোটেই পছন্দ হয়নি। সে কারণেই তো ম্যাচ জিতিয়ে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, ‘আমি জানি, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আমার নাম এখন বিশ্বের নানা জায়গায় প্রচারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার এখনো টি-টোয়েন্টি খেলার সামর্থ্য আছে।’
কোহলি আরও একবার নিজেকে প্রমাণ করেই এ কথা বলেছেন। সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন নিজের কৌশল বদলে ফেলারও। গতকাল পাঞ্জাবের বিপক্ষে ইনিংসে পাওয়ার প্লেতে ১১ বার আক্রমণাত্মক শট খেলেছেন কোহলি, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ।
মিডল ওভারে আক্রমণাত্মক শট খেলেছেন ১৪টি, যা মিডল ওভারে তাঁর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০২০ সালের পর থেকে টি-টোয়েন্টিতে মিডল ওভারে তাঁর স্ট্রাইকরেট ১১৭.৫৩। তবে গতকাল কোহলি ব্যাট করেছেন ১৫০ স্ট্রাইকরেটে। সব মিলিয়ে কোহলিও একটা বার্তা দিতে চাইছেন।
২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর দীর্ঘ ১৪ মাস ভারতের হয়ে এই সংস্করণে খেলেননি কোহলি। গত জানুয়ারিতে আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরেন। তবে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওই সিরিজে ব্যাট হাতে খুব একটা ভালো করতে পারেননি। সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচ খেলে একটিতে ২৯, অন্যটিতে ০ রানে আউট হন। এরপর আইপিএল ভালোভাবেই শুরু করলেন।

এক নম্বর কার্লসেনকে হারিয়ে ১০ বছর বয়সী ‘দাবার মেসি’র কিস্তিমাত

আপনজন ডেস্ক: ফাউস্তিনো ওরোর বয়স মাত্র ১০ বছর। আর্জেন্টাইন বিস্ময়বালকের নামের পাশে এরই মধ্যে ‘মেসি’ শব্দটা বসে গেছে। তবে ফুটবল মাঠে নয়, নতুন এই মেসির রাজত্ব দাবার ৬৪ ঘরে। বিনা কারণে তার নামের পাশে যে ‘মেসি’ শব্দটা বসেনি, সেই প্রমাণ আরেকবার দিয়েছে ওরো। বিশ্বের এক নম্বর দাবা খেলোয়াড় ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়েই হইচই ফেলে দিয়েছে চার বছর আগে দাবায় হাতেখড়ি নেওয়া ওরো।
দাবার মেসি কার্লসেনকে হারিয়েছে গত শনিবার। দ্য বুলেট ব্রল নামে পরিচিত বার্ষিক এক অনলাইন টুর্নামেন্টে প্রিয় দাবাড়ু কার্লসেনের বিপক্ষে ৪৮ চালে কিস্তি মাত করেছে ওরো। বুলেট ব্রলে একটু দ্রুতগতিতেই চাল দিতে হয় দাবাড়ুদের। সেই দাবায় কার্লসেনের ভুলের সুযোগ নিয়েই ইতিহাস গড়েছে ওরো।
অনলাইন এই টুর্নামেন্টে কার্লসেনসহ অংশ নিয়েছেন ১৫৬ জন দাবাড়ু। সেই ১৫৬ জনের মধ্যে দাবার মেসি হয়েছে ২১তম। চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের হিকারু নাকামুরা।
ওরোর জন্য আলোচনায় আসা নতুন কিছু নয়। ২০২৩ সালে ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড দাবা চ্যাম্পিয়নশিপেও একজন গ্র্যান্ডমাস্টারসহ তিনজনকে হারিয়ে নজর কেড়েছিল ওরো। ওই টুর্নামেন্টের পরই ওরোকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করেন দাবা বিশেষজ্ঞরা। ফিদে মাস্টার খেতাব জেতা ওরো এরই মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন দাবার র‍্যাঙ্কিংয়েও।
বুলেট ব্রলে এবারের চ্যাম্পিয়ন হিকারু নাকামুরা গত বছর মুখোমুখি হয়েছিলেন ওরোর। সেই ম্যাচের পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নাকামুরা কথা বলেন ওরোকে নিয়ে, ‘ফাউস্তিনো অবশ্যই গ্র্যান্ডমাস্টার হবে। ওর সম্ভাবনা আছে আরও উঁচুতে ওঠার।’
বুলেট ব্রল টুর্নামেন্টটা আয়োজন করে চেস ডট কম। এই বুলেট দাবায় প্রতিটি চালের জন্য এক মিনিট করে সময় পান প্রতিযোগীরা। সরাসরি নয়, অনলাইনেই মুখোমুখি হন দাবাড়ুরা। ২০২৩ সাল সবচেয়ে কম বয়সে আন্তর্জাতিক মাস্টারের নর্ম জেতা ওরো এখন অনূর্ধ্ব-১১ দাবায় বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়। ফিদে র‍্যাঙ্কিংয়ে তার ইএলও রেটিং ২৩৩০।
সেই ওরো নিজের প্রিয় দাবাড়ু কার্লসেনকে হারিয়ে দেওয়ার পর যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না কী করেছে সে, ‘আমি খুব খুশি। এটা অবিশ্বাস্য। কারণ, আমি এর আগে কখনোই তাঁর মুখোমুখি হইনি।’ সে লড়াকু, সব সময়ই জয়ের জন্য খেলে। এটা দারুণ এক ব্যাপার। কারণ, অনেক প্রতিভাবান দাবাড়ুকে দেখেছি, যারা খেলতে গেলেই প্রতিপক্ষের সামনে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। কিন্তু আমি ফাউস্তিকে ছয় বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক মাস্টারদের বিপক্ষে নির্ভয়ে খেলতে দেখেছি।’
হোর্হে রোসিতো, দাবা কোচ চার বছর আগে বিশ্ববাসী যখন করোনা মহামারিতে ঘরবন্দী, সে সময়েই দাবার সঙ্গে পরিচয় হয় ওরোর। ওরোর কোচ হোর্হে রোসিতো জানিয়েছেন শিষ্যের দাবাড়ু হয়ে ওঠার গল্প, ‘ফাউস্তি (ওরো) দাবার ঘুঁটি নাড়াচাড়া শুরু করে ২০২০ সালে মে মাসে মহামারির সময় ইউটিউবে দাবার টিউটোরিয়াল দেখে। ওর বাবা ওকে দাবার বোর্ড চিনিয়েছিলেন, এরপর ভিডিও দেখে ফাউস্তিনো দাবায় আগ্রহী হয়। ওই বছরে সেপ্টেম্বরে ওর বাবা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমার মনে আছে ২০২০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ওকে আমি প্রথম দাবার পাঠ দিই। ওই সময়ে ওর বয়স মাত্র ছয়।’
লড়াকু মানসিকতাই ওরোকে এগিয়ে দিয়েছে দাবি করলেন তার কোচ, ‘সে লড়াকু, সব সময়ই জয়ের জন্য খেলে। এটা দারুণ এক ব্যাপার। কারণ, অনেক প্রতিভাবান দাবাড়ুকে দেখেছি, যারা খেলতে গেলেই প্রতিপক্ষের সামনে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। কিন্তু আমি ফাউস্তিকে ছয় বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক মাস্টারদের বিপক্ষে নির্ভয়ে খেলতে দেখেছি।’

২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল আহমেদাবাদে আইপিএলের ম্যাচে গুজরাট টাইটানসের ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহার ক্যাচ নিতে সংঘর্ষ হয় রাজস্থান রয়্যালসের সঞ্জু স্যামসন, শিমরন হেটমায়ার ও ধ্রুব জুরেলের মধ্যে। স্পোর্টজপিকসের অর্জুন সিংয়ের তোলা এ ছবি হয়েছে উইজডেনের বর্ষসেরা।

ভিনিসিয়ুস কেঁদে বললেন, বর্ণবাদের কারণে ফুটবল খেলার ইচ্ছা কমে যাচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: সংবাদ সম্মেলনে এসে কেঁদেই ফেললেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ভেজা চোখে বললেন, স্পেনে তাঁকে যেভাবে একের পর এক বর্ণবাদী আচরণের শিকার হতে হচ্ছে, তাতে ফুটবল খেলার ইচ্ছাটাই ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস কয়েক বছর ধরেই প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকদের বর্ণবাদী আচরণের শিকার হচ্ছেন। এর মধ্যে গত মে মাসে ভ্যালেন্সিয়ায় তাঁর বর্ণবাদী আচরণের শিকার হওয়ার ঘটনাটা তোলপাড় ফেলেছে বিশ্বব্যাপী। রিয়ালের মাঠে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ২টা ৩০ মিনিটে প্রীতি ম্যাচে স্পেনের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে ‘ওয়ান স্কিন’ স্লোগানে এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। তার সংবাদ সম্মেলনে এসে ভিনিসিয়ুস বলেছেন, ‘অনেক দিন ধরেই এটার (বর্ণবাদ) মুখোমুখি হচ্ছি। প্রতিবারই আরও বেশি দুঃখ লাগে। প্রতিবারই খেলার ইচ্ছাটা আরেকটু মরে যায়।’ স্পেনে বিভিন্ন স্টেডিয়ামে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছেন ভিনিসিয়ুস। এ ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার

পরই কান্না চেপে রাখতে পারেননি ২৩ বছর বয়সী ব্রাজিল তারকা।
তবে সংবাদ সম্মেলনে শেষ দিকে ভিনিসিয়ুস জানিয়েছেন, তিনি বর্ণবাদী আচরণ এড়াতে স্পেন ছেড়ে অন্য কোনো দেশে গিয়ে ফুটবল খেলবেন না, ‘বর্ণবাদীরা যা খুশি করতে পারে। আমি বিশ্বের সেরা ক্লাবেই থাকব, যত বেশি সম্ভব গোল করব, সেটা তারা (বর্ণবাদী) যেন দেখে।’ ভিনিসিয়ুস জানিয়েছেন, তিনি শুধু নিজের ফুটবল ক্যারিয়ারেই মনোযোগী হতে চান, ‘ফুটবল খেলাটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই, কৃষ্ণাঙ্গরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক, সেটা নিশ্চিত হলে ক্লাবের হয়ে শুধু খেলাতেই মনোযোগ দিতে পারব।’ এর আগে স্পেনের ডিফেন্ডার এবং রিয়ালে ভিনিসিয়ুসের সতীর্থ দানি কারবাহল বলেছেন, তাঁর দেশ বর্ণবাদী দেশ নয়। ভিনিসিয়ুস এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমি নিশ্চিত স্পেন বর্ণবাদী দেশ নয়, তবে এখানে (স্পেনে) প্রচুর বর্ণবাদী আছে এবং অনেককেই স্টেডিয়ামে দেখা যায়। প্রথমবার এ নিয়ে অভিযোগের পর থেকে এটা যেন বেড়েই চলছে। আমার গায়ের রং নিয়ে তারা অপমানসূচক কথা বলে, যেন মাঠে ভালো খেলতে না পারি। তারা অন্য যা খুশি আমাকে বলতে পারে, আমি কিছুই বলব না। আশা করি কী ঘটতে পারে, এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা ছাড়াই স্টেডিয়ামে যেতে পারব।’
চলতি মাসের শুরুতে মাদ্রিদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ করেছিলেন ভিনিসিয়ুস। গত নভেম্বরে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, ভিনিসিয়ুস ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে’ স্পেনে বর্ণবাদী আচরণে ‘অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।’ গত শুক্রবার কলম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ১-০ গোলে হেরেছে স্পেন। গত পরশু ইংল্যান্ডকে প্রীতি ম্যাচে ১-০ গোলে হারায় ব্রাজিল।

দি মারিয়াকে হত্যার হুমকি নিয়ে যা বললেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিয়ারের শেষ ছেলেবেলার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে করতে চান–গত সপ্তাহেই এই ঘোষণা দিয়েছিলেন বেনফিকার আর্জেন্টাইন তারকা আনহেল দি মারিয়া। একই সময়ে তিনি মাদকসংক্রান্ত সহিংসতার জন্য কুখ্যাতি পাওয়া রোজারিওতে শান্তি ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপরই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা পেয়েছেন হত্যার হুমকি। দি মারিয়া এখন কোস্টারিকার

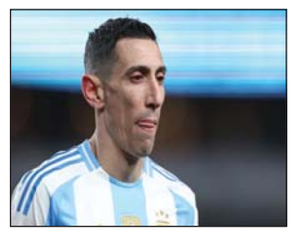

বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। হত্যার হুমকির খবরটি তিনি সেখানে বসেই শুনেছেন। দি মারিয়া রোজারিওতে ফিরলে পরিবারের যেকোনো একজনকে হত্যা করা হবে–এমন হুমকি শোনার পর মন ভালো থাকার কথা নয় কারওই।
দি মারিয়ার মনের অবস্থা তাহলে এখন কেমন? বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে কোস্টারিকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে খেলার মতো অবস্থায় কি তিনি আছেন–ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নের উত্তরে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেছেন, দি মারিয়া ঠিক আছেন এবং কোস্টারিকার বিপক্ষে শুরুর একাদশেই খেলবেন।

এক বছর পর টেস্ট দলে ফিরলেন সাকিব

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ দলে ফিরেছেন সাকিব আল হাসান। তাওহিদ হৃদয়ের জায়গায় ফিরেছেন সাকিব। এ ছাড়া চোটের কারণে নেই পেসার মুশফিক হাসান, তাঁর জায়গায় চট্টগ্রাম টেস্টের দলে নেওয়া হয়েছে হাসান মাহমুদকে। ৩০ মার্চ চট্টগ্রামে শুরু হতে যাওয়া টেস্টের জন্য আজ দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। সর্বশেষ গত বছর এপ্রিলে দেশের মাটিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলেছিলেন সাকিব। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজের পর প্রথম টেস্টের দলেও ছিলেন না সাবেক এ অধিনায়ক। সম্প্রতি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ দিয়ে মাঠে ফেরেন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সেই টেস্টে সাকিবই ছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক। ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বশেষ বাংলাদেশের হয়ে খেলেছিলেন, অধিনায়ক ছিলেন সেখানেও। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের আগে তিন সংস্করণেই নাজমুল হোসেনকে অধিনায়কত্ব দেয় বিসিবি। তাঁর নেতৃত্বে এবার প্রথমবার খেলতে যাচ্ছেন সাকিব। সাকিব ফেরায় দলে সুযোগ হয়নি হৃদয়ের। প্রথম টেস্টের দলেও প্রাথমিকভাবে ছিলেন না এ ব্যাটসম্যান, সুযোগ পেয়েছিলেন আঙুলের চোটে ছিটকে যাওয়া মুশফিকুর রহিমের জায়গায়। সিলেটে প্রথম টেস্টে হৃদয়ের অভিষেক হয়ে যাবে–এমন আলোচনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ফলে সাদা পোশাকে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেকের অপেক্ষা বাড়ল তাঁর।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**